তরীকতের স্পর্শকাতর পথে যারা
চলেন তাদের পথনির্দেশের জন্য
একটি প্রভাবনীয় লিখিত বিবৃতি

পীরের প্রতি আপত্তি নিষেধ

- অপরাধী থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও
- কামিল পীরের প্রতি আপত্তির নয়টি কারণ
- মুরিদের জন্য বিষতুল্য
- পীর নিষ্পাপ নন
- ব্যর্থ মুরিদ
- মুর্শিদের আনুগত্যের প্রতিদান

উপস্থাপনায়:
মারকাযী মজলিসে শূরা
(দাওয়াতে ইসলামী)

সূচীপত্র

দরূদ শরীফের ফযীলত ৩
যেতে চাইলে যেতে দাও ৪
অপরাধী থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও.....৪
পীরের অসন্তুষ্টি ৫
মুর্শিদকে দ্রুত সন্তুষ্ট করে নাও ৫
মুরিদদেরকে সন্তুষ্টকারী পীর ৬
মাদানী ফুল..... ৯
হাজার হাজার লোকের সমাবেশে ক্ষমা চাওয়া..... ৯
কঠিন শব্দের অর্থ ও সারাংশ..... ১১
মেরা পীর, মেরা পীর, মেরা পীর, মেরা পীর, মেরা পীর.....১২
অকৃতজ্ঞতা.....১২
কামিল পীরকে কষ্ট দেওয়া ১৩
কামিল ওলীগণের সাথে শত্রুতার পরিণাম.....১৪
কিছু ওলী লুকানো থাকে ১৪
কামিল পীরের প্রতি আপত্তির নয়টি কারণ ১৫
পীরের প্রতি আপত্তির প্রথম কারণ.....১৫
পীরের হক কি আদায় করা সম্ভব? ১৬
পীর এর মুরিদের কাছ থেকে প্রত্যাশা ১৭
নিজের দুর্বলতা স্বীকার করো.....১৭
পীরের প্রতি আপত্তির দ্বিতীয় কারণ.....১৯
পীরের পরীক্ষা গ্রহণকারীর পরিণতি.....২০
আর জান্নাত অদৃশ্য হয়ে গেল ২২
পীর এর উপর আপত্তির তৃতীয় কারণ ২৩
কুস্তিগীরও কি পীর হতে পারে? ২৪
মুরিদের জন্য বিষতুল্য ২৫

www.dawateislami.net

পীরও তো মানুষ..... ২৫
শরীয়তের বিপরীত কাজ দেখেও কি শায়খ থেকে ফিরে আসা উচিত?..... ২৬
পীর নিষ্পাপ নন ২৭
পীরের প্রতি আপত্তির চতুর্থ কারণ ২৮
জ্ঞানের আপদ..... ২৯
তুমি ভাষা সোজা করেছ আমি অন্তর ৩৩
পীরের প্রতি আপত্তির পঞ্চম কারণ ৩৪
অন্যদের পীরের প্রতিও আপত্তি করবেন না ৩৪
পীরের প্রতি আপত্তির ষষ্ঠ কারণ ৩৬
পীর তো দেন, আমরাই গ্রহণ করি না ৩৭
পিপাসার তীব্রতা..... ৩৭
পীরের প্রতি আপত্তির সপ্তম কারণ.....৩৯
পীরের প্রতি আপত্তির অষ্টম কারণ.....৩৯
কাগজের পিনের উদাহরণ ৪০
পীরের প্রতি আপত্তির নবম কারণ ৪১
ব্যর্থ মুরিদ ৪১
পীর ভাইদের সাথে হিংসা.....৪১
হিংসার ভয়াবহতা ৪২
পীর বাতেন দেখেন, জাহির নয় ৪২
পীরের প্রিয় পাত্রের প্রতি ভালোবাসা ৪৪
মুরশিদের দৃষ্টি ৪৫
মুর্শিদের আনুগত্যের প্রতিদান ৪৬
আল্লাহ দেখছেন.....৪৭
তথ্যসূত্র ৪৯

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

পীরের প্রতি আপত্তি নিষেধ(১)

দরূদ শরীফের ফযীলত

রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আমার উপর একশো বার দুরূদে পাক পড়বে, আল্লাহ পাক তাঁর দু'চোখের মাঝখানে লিখে দেন যে, সে নিফাক ও জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত এবং কেয়ামতের দিন তাকে শহীদদের সাথে রাখবেন। **(মু'জামুজ জাওয়ায়েদ, কিতাবুদ দোয়া, বাব ফি সালাতি আলাল নবী...ইত্যাদি, হাদীস: ১৭২৯৮, খণ্ড ১০, পৃষ্ঠা ২৫৩)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

---

১. মুবাল্লিগে দাওয়াতে ইসলামী ও মারকাযি মজলিশে শূরার নিগরান হযরত মাওলানা হাজি মুহাম্মদ ইমরান আত্তারী مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِي এই বয়ানটি শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বিলাদতের রাত ২৬ রমযানুল মুবারক ১৪২৮ হিজরী অনুযায়ী অক্টোবর ২০০৭ইং আশিকানে রাসূলের দ্বীন সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা বাবুল মদীনা করাচীতে সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় করেন। ২৪ শাওয়ালুল মুকাররম ১৪৩৩ হিজরী অনুযায়ী ১২ সেপ্টেম্বর ২০১২ তে প্রয়োজনীয় পরিমার্জন ও পরিবর্ধনের পর লিখিতভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে।
(দাওয়াতে ইসলামীর পুস্তিকা বিভাগ, আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ)

www.dawateislami.net

যেতে চাইলে যেতে দাও

এক বালক ঘর থেকে পালানোয় অভ্যস্ত ছিল, বারবার পালাতো এবং মা-বাবা তাকে খুঁজে ফিরতো। যখন খুঁজে আনতো তখন কিছুদিন পর আবার পালিয়ে যেত। শেষ পর্যন্ত মা-বাবা তার বারবার পালিয়ে যাওয়ায় অতিষ্ঠ হয়ে একজন কামিল পুরুষের দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন যে, আমাদের ছেলে এমন করে। ঐ কামিল পুরুষ বললেন: "তোমাদের ভালোবাসার আধিক্য তাকে এমন বানিয়ে দিয়েছে, এখন যদি পালায় তবে তোমরা তার পরোয়া করো না, সে নিজেই অতিষ্ট হয়ে যখন ফিরে আসবে তখন আর কখনও পালাবে না। সুতরাং মা-বাবা এমনটাই করলো এবং সেই কালান্দারের কথায় আমল করলো আর তাকে খোঁজাখুঁজি করলো না, শেষ পর্যন্ত অতিষ্ট হয়ে, দুঃখী, হোঁচট খেতে খেতে মা-বাবার কাছে পৌঁছে গেল অতঃপর আর কখনও মা-বাবাকে ছেড়ে গেল না।

(তাফসীরে নাঈমী, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪২৭)

অপরাধী থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও

প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাফসীরে নাঈমীতে হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা ইসমাইল হাক্কী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সূত্রে বর্ণনা করেন: ত্বরিক্বতের শায়খের উচিত যে, মুরীদদের দু'একটি ভুল ক্ষমা করা কিন্তু যখন অনুভব করবেন যে, মুরীদ অপরাধে অভ্যস্ত হয়ে গেছে তখন তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়া, তাকে নিজের থেকে একদম দূরে সরিয়ে দেয়া, এখন সে যতই অনুনয় বিনয় করুক যতই কান্নাকাটি করুক কিন্তু তাকে নিজের কাছে না ডাকা, বরং তাকে বলুন: কিছুদিন অপরাধীদের সাথে থেকে তাদের পরিণতি দেখ,

www.dawateislami.net

তারপর যখন তাদের কার্যকলাপের প্রতি তোমার পূর্ণ ঘৃণা এসে যাবে তখন আমার কাছে এসো, যাতে তুমি আমার সাহচর্যের মর্যাদা বুঝতে পারো এবং তুমি অপরাধ থেকে বিরত থাকো। আরো বলেন: কখনও বিচ্ছেদ ও স্থায়ী মিলনের মাধ্যম) হয়ে যায়, বিচ্ছেদ দ্বারা মিলনের মর্যাদা বোঝা যায়। **(তাফসীরে নাঈমী, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪২৬, রুহুল বায়ান এর বরাতে, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৫৯)**

পীরের অসন্তুষ্টি

বোঝা গেল যে, যদি কোনো ভুল করার কারণে পীর সাহেব রাগান্বিত হন বা জিজ্ঞাসাবাদ করেন তবে মন খারাপ করা উচিত নয়, যদিও কখনও কখনও নফসের উপর কষ্টকর মনে হয় এবং এমন পরিস্থিতিতে শয়তানও মূর্খ মুরীদদের মনে কুধারনার আগুন খুব ভালোভাবে জ্বালিয়ে দেয়, যাতে মূর্খ মুরিদরা প্রায়শই জড়িয়ে পড়ে। সুতরাং এমন পরিস্থিতিতে মনে রাখা উচিত যে, যেমন মুরিদের উপর পীরের হক রয়েছে তেমনই পীরের উপরও মুরিদের কিছু হক রয়েছে। যার মধ্যে অগ্রগণ্য হল মুরিদের সংশোধনী ও হেদায়েতের জন্য সর্বদা চেষ্টা করা এবং সংশোধনীর জন্য নরম ও গরম উভয়টিরই প্রয়োজন হয়। যেমন প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: ওস্তাদ তার ছাত্রদের উপর এবং পীর মুরিদদের উপর অসন্তুষ্ট হতে পারে। **(মিরাতুল মানাজিজ, কিতাবুল ঈমান, বাবুল কদর, আল ফসলুস সানি, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১০৭)**

মুর্শিদকে দ্রুত সন্তুষ্ট করে নাও

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আব্দুল ওহাব শা'রানি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (ওফাত ৯৭৩ হিজরী) বলেন যে, যখন কারো মুর্শিদ তার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে যায়

www.dawateislami.net

এবং সে তার ত্রুটি ও ভুল সম্পর্কে অবগত না হয়, তখন তার উপর আবশ্যক যে, সে যেন দ্রুত তার মুর্শিদকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টায় লেগে যায়। কেননা যে মুরিদ দ্রুত তার মুর্শিদকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করে না, এটা তার ব্যর্থতার দলিল ও নিদর্শন। আরও বলেন: আমি আমার পাঁচ বছরের ছেলেকে একথা বলতে শুনেছি যে, আব্বাজান! সত্যিকার মুরিদ সে, যে যখন মুর্শিদ তার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে যায় তখন তার রূহ বের হওয়ার কাছাকাছি এসে যায় এবং সে খায় না, পান করে না, হাসে না এবং ঘুমায়ও না, যতক্ষণ না তার পীর ও মুর্শিদ তার প্রতি সন্তুষ্ট হন।

(আল আনওয়ারুল কুদসিয়্যাহ ফি মা'রিফাতিল কাওয়ায়িদিস সুফিয়্যাহ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৭)

দোয়া মাঙ্গইয়া করো সঙ্গীও! কিত্তে মুর্শিদ না রুস জাওয়ে
জিনাহা দে পীর রুস জানদে উ জীন্দে জি মারে রায়েন্দে

মুরিদদেরকে সন্তুষ্টকারী পীর

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আফসোস! শত আফসোস! অন্যান্য আমল ও আকীদার মতো আমরা তরিকতের ময়দানেও দুর্বল হয়ে পড়ছি। আজকের যুগে অতীতের মত কামিল পীরও দেখা যায় না এবং কামিল মুরিদও। যদি কোথাও কামিল পীর থাকেন তবে কামিল মুরিদ নেই এবং যদি কামিল মুরিদ থাকেন তবে কামিল ও শর্তাবলী সম্পন্ন নেই যে, মুরিদ আখেরাতের মুক্তির জন্য তার পীরের সন্তুষ্টি কামনা করবে এবং এর জন্য চেষ্টা করবে। কিন্তু এই ফিতনা ফ্যাসাদের যুগে এমন এক সত্তাও আছেন যার ধরণ অন্য সবার চেয়ে ব্যতিক্রম আর তিনি হলেন পঞ্চদশ শতাব্দীর মহান ইলমি ও রুহানি ব্যক্তিত্ব, শায়খে ত্বরিক্বত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

www.dawateislami.net

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর জীবন চরিতের সাক্ষী দাওয়াতে ইসলামীর ইসলামী ভাইয়েরা এ বিষয়টি সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত যে, তিনি কোনো মুরিদের উপর অসন্তুষ্ট হওয়া তো দূরের কথা, যদি কোনো মুরিদের সংশোধন করার সময় বা কোনো কারণে তাঁর অন্তরে এই খেয়ালও আসে যে, অমুক ইসলামী ভাই আমার কারণে মনঃকষ্ট পেয়েছে তবে তিনি ক্ষমা চাইতে এক মুহূর্তও দেরি করেন না। যেমনটি,

২২ রবিউন নূর শরীফ ১৪৩১ হিজরিতে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দরবারে জামিয়াতুল মদীনার কিছু যিম্মাদার উপস্থিত ছিলেন, একজন মাদানী ইসলামী ভাই আরয করলেন: আমাদের হায়দ্রাবাদের ছাত্ররা নিজস্ব ভাড়ায় বাবুল মদীনার তারবিয়্যতী ইজতিমায় এসেছে। এই কথা শুনে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه প্রশংসা করে বললেন যে, আপনাদের শহর কাছাকাছি হওয়ায় ভাড়া কম লাগে, পাঞ্জাবের লোকেরাও নিজস্ব ভাড়ায় এসেছে, এ অর্থে তারা প্রশংসার বেশি যোগ্য। কিছুক্ষণ পর এশার নামাযের সময় হয়ে গেল এবং ঐ মাদানী ইসলামী ভাই কোন কারণে আর উপস্থিত হতে পারলো না। ২৪ রবিউন নূর শরীফ ১৪৩১ হিজরিতে সাহরীর সময় উপস্থিত ইসলামী ভাইদের কাছে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, সে কোথায়? তার অনুপস্থিতি দেখে একজন যিম্মাদার ইসলামী ভাইয়ের হাতে একটি খাম দিয়ে বললেন: রাতের বেলায় যেসব মাদানী ইসলামী ভাইদের সাথে হায়দ্রাবাদের ছাত্রদের ব্যাপারে কথা হয়েছিল তাদের কাছে এটা পৌঁছে দিও।

www.dawateislami.net

যখন ঐ মাদানী ইসলামী ভাই খামটি খুললো তখন এর মধ্যে ১০০ টাকার নোট এবং বিনয় ও খোদাভীতিতে আচ্ছন্ন একটি লেখা দেখে অশ্রুসজল হয়ে গেলো, এতে এরকম লেখা ছিল:

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

সগে মদীনা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী عُفِیَ عَنۡہُ এর পক্ষ থেকে আমার প্রিয় মাদানী ছেলে ---------- سَلَّمَہُ الۡبَارِی এর খেদমতে সবুজ গম্বুজকে চুম্বন করা সালাম।

আল্লাহ পাক আপনাকে দ্বীন ও দুনিয়ার বরকত দ্বারা ধন্য করুক। اٰمِین

২২ রবিউল নূর ১৪৩১ হিজরী, আপনি সহ জামিয়াতুল মদীনার কিছু যিম্মাদার উপস্থিত হয়েছিলেন, আপনি বলেছিলেন যে, আমাদের হায়দ্রাবাদের শিক্ষার্থীরা নিজেদের ভাড়ায় বাবুল মদীনার তারবিয়্যতী ইজতিমায় এসেছে, এর জন্য প্রশংসার পর আমার মুখ থেকে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে এল যে, "আপনাদের শহর কাছাকাছি হওয়ায় ভাড়া কম লাগে, পাঞ্জাবের লোকেরাও নিজস্ব ভাড়ায় এসেছে।"

আমার অনাকাঙ্খিত কথার জন্য আমি লজ্জিত, মনে হয় আপনি মনে কষ্ট পেয়েছেন, যদি এটা কষ্টের কারণ হয়ে থাকে তবে তাওবা করছি, আপনার কাছেও ক্ষমা চাইছি, আমার ঐ বাক্যটি বলা উচিত ছিল না, অনুগ্রহ করে আমাকে ক্ষমা করে দিন। যেসকল ইসলামী ভাই সে সময় উপস্থিত ছিলো সম্ভব হলে তাদেরকেও আমার তাওবা সম্পর্কে অবহিত করে অনুগ্রহপূর্বক আরও অনুগ্রহ করুন। চাইলে তাদেরকে আমার লেখার ফটোকপিও দিতে পারেন, আমাকে ক্ষমা করে দিয়ে অবহিত করে দিন তবে এটা অনুগ্রহের উপরে অনুগ্রহ হবে।

www.dawateislami.net

মাদানী ফুল:- اَلسِّرُّ بِالسِّرِّ وَالْعَلَانِيَةُ بِالْعَلَانِيَةِ অর্থাৎ গোপন গুনাহের জন্য গোপন তাওবা এবং প্রকাশ্য গুনাহের জন্য প্রকাশ্য তাওবা।

(আল মু'জামুল কাবীর লিত তাবরানী, হাদীস: ৩৩১, খণ্ড ২০, পৃষ্ঠা ১৫৯)

১০০ টাকা আপনার জন্য, চাইলে মিষ্টি খেয়ে দুঃখ ভুলে যান।

২৪ রবিউন নূর শরীফ ১৪৩১ হিজরী

বোঝা গেল যে, শায়খে ত্বরিক্বত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه যেখানে আল্লাহর হকের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক, সেখানে বান্দার হকের ব্যাপারেও অত্যন্ত সতর্ক থাকেন। সুতরাং তিনি বলেন: আল্লাহর হক যদি আল্লাহ পাক চান তবে নিজ রহমতে ক্ষমা করে দেবেন কিন্তু বান্দার হক্বের ব্যাপারটি অত্যন্ত কঠিন যে, যতক্ষণ না ঐ বান্দা যার হক নষ্ট করা হয়েছে, সে ক্ষমা করবে না, ততক্ষণ আল্লাহ পাকও ক্ষমা করবেন না যদিও এটি আল্লাহ পাকের উপর ওয়াজিব নয় কিন্তু তাঁর ইচ্ছা এমনই যে, যার হক নষ্ট করা হয়েছে তার কাছে ক্ষমা চেয়ে তাকে রাজি করাতে হবে।

হাজার হাজার লোকের সমাবেশে ক্ষমা চাওয়া

জেলা মুযাফফরগড় (পাঞ্জাব) এর কসবা গুজরাটের বাসিন্দা এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারসংক্ষেপ হলো: সম্ভবত ১৯৮৮ সালে জানতে পারি যে, ক্বিবলা আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কোট আদ্দু বয়ানের জন্য তাশরীফ আনছেন। আমাদের চাচা আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন: হুযুর! মুলতান থেকে কোট আদ্দু যেতে পথে আমাদের কসবা গুজরাট পড়ে, যদি অনুগ্রহ করেন এবং আমাদের বাড়িতে দাওয়াত কবুল করেন তবে মেহেরবানি

www.dawateislami.net

হবে। তিনি মমতাসূলভ হ্যাঁ বলে দিলেন এবং এভাবে আমাদের কসবায় আসা ঠিক হলো। সম্পূর্ণ পরিবারে খুশির ঢেউ বয়ে গেল এবং কসবার সর্বত্র এই খবর ছড়িয়ে পড়ল যে, যামানার ওলী তাশরীফ আনছেন। বাড়ির লোকেরা খুশিতে নতুন পোশাক পরেছে, বাড়ি পরিষ্কার করার এবং সাজানোর আয়োজন করা হলো, ময়দানে পানি ছিটানো হলো। অপেক্ষা চলতে থাকল কিন্তু তিনি তাশরীফ আনলেন না। সকলে চিন্তিত হলেন যে, "আল্লাহ ভালো করুন।" যাই হোক, সময় চলে যাওয়ার পর বাবা এবং চাচা ভগ্নহৃদয়ে ইজতিমার জন্য কোট আদ্দু রওনা হলেন। ইজতিমা অনেক বড় ছিল, কিন্তু যখন আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه মঞ্চে তাশরীফ আনলেন এবং আমার চাচার উপর তাঁর দৃষ্টি পড়ল তখন তিনি হাজার হাজার লোকের সামনে চাচার সামনে হাত জোড় করে বললেন: আমাকে ক্ষমা করে দিন আমি আপনার বাড়িতে হাজির হতে পারিনি, আপনার মনঃকষ্ট হয়েছে।

এই দৃশ্য দেখে চাচার চোখ থেকে পানি গড়িয়ে পড়ল, পরে জানা গেল যে, ড্রাইভারের ভুলের কারণে কোট আদ্দু যাওয়ার জন্য যে রাস্তা নেওয়া হয়েছিল সে রাস্তায় আমাদের কসবা পড়েনি এবং এভাবে সবাই অন্য রাস্তা দিয়ে কোট আদ্দু পৌঁছে গিয়েছিল। এখন এত সময় হয়ে গিয়েছিল যে, ফেরা সম্ভব ছিল না।

ইয়হ তন মেরা চশমা হোওয়ে, মুর্শিদ ওয়েখ না রাজ্জা হু
লুঁ লুঁ দে মুঢ লাখ লাখ চশমা হিক খুলা হিক কাজ্জা হু
ইতইয়া ঢিঠইয়া সবর না আওয়ে হুর কিত্তে ওয়াল ভাজ্জা হু
মুর্শিদ দা দীদার হে বাহু লাখ করোড়াঁ হাজ্জা হু

www.dawateislami.net

কঠিন শব্দের অর্থ ও সারাংশ

ইয়হ তন মেরা (আমার এই পুরো দেহ) চশমা (চোখ) রাজ্জা (প্রাণ ভরে যাওয়া) লুঁ লুঁ (শরীরের প্রতিটি অঙ্গ, অংশ) মুঢ (মূল) কাজ্জা (বন্ধ করা, ঢেকে দেয়া) কিত্তে ওয়াল (কোন দিকে) ভাজ্জা (পালানো) মুর্শিদ দা দীদার (মুর্শিদের যিয়ারত)

হযরত সুলতান বাহু رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর বিখ্যাত আরেফানা কালামে বলেন: আহ! আমার যদি এই সমস্ত শরীর চোখ হয়ে যেত, বরং প্রতিটি লোমকূপের সাথে লক্ষ লক্ষ চোখ সৃষ্টি হয়ে যেত, যাতে একটি বন্ধ করলে অন্যটি খুলে যায়, তবুও আমার মন মুর্শিদের দীদার দ্বারা পূর্ণ হবে না। এত দেখার পরও কোনো দিকে স্থির থাকতে পারব না কারণ তাঁর মত আর কেউ নেই যার দিকে আমি ছুটে যাব, বরং মুর্শিদের যিয়ারত আমার জন্য লক্ষ কোটি হজের সমান।

আল্লাহ পাকের রহমত আমীরে আহলে সুন্নাতের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মুরিদ ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য নিজের পীর ও মুর্শিদের এবং আমীরের কাছে ক্ষমা চাওয়া বোঝা যায় কিন্তু এমন একজন সত্তা যিনি লক্ষ লক্ষ মুসলমানের আশ্রয়স্থল এবং তাঁর দয়ার আঁচলের সাথে জড়িত হয়ে তাঁর মুরিদ হয়েছেন, তিনি এভাবে বিনয় অবলম্বন করে নিজের মুরীদের থেকে ক্ষমা চাইতে সঙ্কোচ বোধ করলেন না, তবে এটাই বলা যায় যে, এটা আল্লাহ পাকের আমীরে আহলে সুন্নাত

www.dawateislami.net

دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর উপর বিশেষ অনুগ্রহ রয়েছে। তাঁর এই ধরণ প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আলোর দিশারী।

মেরা পীর, মেরা পীর, মেরা পীর, মেরা পীর, মেরা পীর

চোর ডাকু আন্দে নে, নামাযী বন জান্দে নে
আশিক লন্ডন প্যারিস দে হাজী বন জান্দে নে
মিঠা মুর্শিদ দেখো তকদীরাঁ এ্যয় সানওয়ারদা
মেরা পীর, মেরা পীর, মেরা পীর, মেরা পীর, মেরা পীর।
মুর্শিদ দা দীদার ভে বাহু, লাখ করোড়াঁ হাজ্জা হু
কিন্নি পেয়ারী গুল এ্যয় দেসি সানু হযরত বাহু
জলওয়া দেখো মুর্শিদ দা, সীনা পিয়া ঠার দা
মেরা পীর, মেরা পীর, মেরা পীর, মেরা পীর, মেরা পীর।
না মে আলিম না মে হাফিয না মে নাযিম না মে কারী
মুর্শিদ নাল হুয়ি ইয়ারী হো গেয়া ইয়ারো আত্তারী
শালা রাখখে কায়েম রাখখে সাগ আত্তার দা
মেরা পীর, মেরা পীর, মেরা পীর, মেরা পীর, মেরা পীর।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

অকৃতজ্ঞতা

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যাকে কোনো অনুগ্রহ করা হয় এবং তার যদি ক্ষমতা থাকে তবে সে যেন এই অনুগ্রহের প্রতিদান অবশ্যই দেয় অন্যথায় অনুগ্রহকারীর প্রশংসা হলেও করে দেয়, কেননা যে অনুগ্রহকারীর প্রশংসা করেছে, সে কৃতজ্ঞতা আদায় করেছে আর যে কারো অনুগ্রহ গোপন করেছে সে অকৃতজ্ঞতা করেছে। **(তিরমিযী, আবওয়াবুল বির ওয়াল সিলাহ, বাব মা জাআ ফিল মুমতাজি...ইত্যাদি, হাদীস: ২০৪১, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪১৭)**

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভাবুন! যখন কারো অনুগ্রহ গোপন করা নেয়ামতের অস্বীকার অর্থাৎ অকৃতজ্ঞতা হয় তখন ঐ ব্যক্তির অকৃতজ্ঞতার অবস্থা কেমন হবে, যে তার সবচেয়ে বড় অনুগ্রহকারী অর্থাৎ পীর ও মুর্শিদের অনুগ্রহ একবারে ভুলে যায়, যাঁর বরকতে সে নিজেকে এবং তার প্রতিপালককে চিনেছে। যেমনটি,

ফতোওয়ায়ে রযবীয়া শরীফে আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, পারওয়ানায়ে শাময়ে রিসালাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর এই উক্তিটি নকল করেছেন যে, শায়খের প্রতি সম্মান সৃষ্টি জগতের সম্মান এবং শায়খের নেয়ামতের শুকরিয়া এই নেয়ামত প্রদানকারী আল্লাহর শুকরিয়া। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, খণ্ড ২৭, পৃষ্ঠা ৮৫)**

যে ব্যক্তি তার অনুগ্রহকারীর অনুগ্রহ ভুলে যায়, তার আলোচনা করে না, কৃতজ্ঞতা আদায় করে না তবে সে আল্লাহর নৈকট্য থেকেও বঞ্চিত থাকে। যেমন; রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নসীহতপূর্ণ ইরশাদ হল: যে মানুষের কৃতজ্ঞতা আদায় করে না, সে আল্লাহ পাকের কৃতজ্ঞতা আদায়কারীও হতে পারে না।

(আবু দাউদ, কিতাবুল আদাব, বাব ফি শুকরিল মারূফ, হাদীস: ৪৮১১, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩৩৫)

কামিল পীরকে কষ্ট দেওয়া

আল্লাহ পাকের প্রিয় ও সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে কোনো মুসলমানকে কষ্ট দিল, সে আমাকে কষ্ট দিল এবং যে আমাকে কষ্ট দিল সে আল্লাহ পাককে কষ্ট দিল।

(মু'জামুল আওসাত, হাদীস: ৩৬০৭, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৮৭)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন তো! যখন কোনো সাধারণ ইসলামী ভাইকে কষ্ট দেওয়া হারাম ও জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ এবং আল্লাহ ও রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কষ্ট দেওয়া হয় তবে যেই দূর্ভাগা ব্যক্তি নিজের পীর ও মুর্শিদের মনঃকষ্টের কারণ হয় তার উপর কি আল্লাহ পাক রাগ করবেন না? যেমনটি,

কামিল ওলীগণের সাথে শত্রুতার পরিণাম

বর্ণিত আছে যে, একদিন আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা উমর বিন খাত্তাব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ মসজিদে নববীতে তাশরীফ আনলেন, তখন দেখতে পেলেন যে, হযরত সায়্যিদুনা মুয়ায বিন জাবাল رَضِیَ اللهُ عَنْهُ রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রওযায়ে আনওয়ারের পাশে বসে অশ্রু বিসর্জন করছেন, কারণ জিজ্ঞাসা করলে হযরত সায়্যিদুনা মুয়ায বিন জাবাল رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বললেন যে, আমাকে ঐ বিষয়টি কাঁদিয়েছে যা আমি আল্লাহ পাকের এর রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট শুনেছি যে, সামান্য রিয়াকারীও শিরক এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের কোনো ওলীর সাথে শত্রুতা করে আল্লাহ পাক তার সাথে যুদ্ধের ঘোষণা করেন। **(ইবনে মাজাহ, কিতাবুল ফিতান, বাব মান তারজা লাহুল সালামাত মিনাল ফিতান, হাদীস: ৩৯৮৯, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩৫১)**

কিছু ওলী লুকানো থাকে

হাকিমুল উম্মত হযরত সায়্যিদুনা মুফতি আহমদ ইয়ার খান নাঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (ওফাত ১৩৯১ হিজরী) এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন: আমার কান্নার কারণ এই যে, হুযুর আনওয়ার (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ করেছেন যে, আল্লাহ পাকের বন্ধুদের কষ্ট দেওয়া, আল্লাহর সাথে যুদ্ধ করা সমতুল্য। এবং আল্লাহ পাকের ওলীরা এমনভাবে লুকানো থাকেন

www.dawateislami.net

যে, তাঁদের চেনা অনেক কঠিন হয়ে থাকে। প্রায় প্রতিবেশী ও বন্ধুদের সাথে তিক্ততা হয়ে যায়, হয়তো তাদের মধ্যে কেউ ওলীউল্লাহ হতে পারে আর তাঁদের কষ্ট আমার জন্য বিপদের কারণ হয়ে হতে পারে।

(মিরাতুল মানাজিজ, কিতাবুর রিকাক, বাবুর রিয়াদিস সিমা'আহ, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ১৩৮)

কামিল পীরের প্রতি আপত্তির নয়টি কারণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কামিল মুর্শিদের দরবারে সারা জীবন কাটানো সত্ত্বেও কিছু লোক ফয়েয অর্জন করা থেকে বঞ্চিত থাকে, তা কেন? ভেবে দেখলে বোঝা যাবে যে, এই লোকেরা কামিল মুর্শিদের কাজ ও কথাকে বুদ্ধির নিক্তিতে ওজন করে, যখন কোন কথা বুঝতে পারে না তখন মুর্শিদের উপর নানারকম আপত্তি করতে শুরু করে। তাই মনে রাখবেন যে, কামিল পীর ও মুর্শিদের উপর আপত্তির কারণ প্রায় মনের ময়লা হয়ে থাকে কিন্তু কখনও কখনও কিছু বাহ্যিক কারণও এর প্ররোচনাকারী হয়ে থাকে। আসুন, এই কারণগুলোর উপর একটু দৃষ্টিপাত করি, যাতে আমরা শয়তানের কুমন্ত্রণা শেকড় থেকে উপড়ে ফেলতে পারি এবং আখেরাতে মুর্শিদের ভালোবাসা মনে গেঁথে তাদের পতাকার নিচে আল্লাহ পাকের মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দুরূদ ও সালামের উপহার পেশ করে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হতে পারি।

পীরের প্রতি আপত্তির প্রথম কারণ

কিছু মুরিদ অনেক দিন মুর্শিদের খেদমতে কাটায় এবং যখন কোন মর্যাদায় পৌঁছতে পারে না, তখন একথা বলতে শোনা যায় যে, তারা তো মুর্শিদের খেদমতের হক আদায় করেছে, ফয়েয দেওয়া বা না দেওয়া মুর্শিদের ইচ্ছা। এই মূর্খ লোকেরা জানে না যে, মুর্শিদের হক আদায় করা

www.dawateislami.net

তাদের আয়ত্তে নেই বরং এমন কুমন্ত্রণার শিকার হওয়া তাদের জন্য পীরের ফয়েয থেকে বঞ্চনার কারণ হয়। যেমন,

পীরের হক কি আদায় করা সম্ভব?

হযরত খাজা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো যে, মুরিদের উপর পীরের কতটুকু হক রয়েছে? তখন তিনি বললেন: যদি কোন মুরিদ সারা জীবন হজের পথে পীরকে কাঁধে করে বহন করে, তবুও পীরের হক আদায় হবে না। **(হাশ্ত বেহেশ্ত, পৃষ্ঠা ৩৯৭)** এবং হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আব্দুল ওহাব শারানি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (ওফাত ৯৭৩ হিজরী) আল আনওয়ারুল কুদসিয়্যাহ ফি মা'রিফাতে কাওয়ায়িদে সুফিয়্যাহ গ্রন্থে বলেন: মুরিদের শান এই যে, কখনও তার অন্তরে এই খেয়াল যেন না আসে যে, সে তার মুর্শিদের অনুগ্রহ শোধ করে দিয়েছে। যদিও সে তার মুর্শিদের হাজার বছর খেদমত করে এবং তাঁর জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে। কেননা যে মুরিদের অন্তরে এত খেদমত ও এত খরচের পর এই খেয়াল আসে যে, সে মুর্শিদের কিছু হক আদায় করে দিয়েছে তখন সে তরিকতের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে অর্থাৎ পীরের ফয়েয এর সাথে তার কোন সম্পর্ক অবশিষ্ট থাকবে না।

(আল আনওয়ারুল কুদসিয়্যাহ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৭)

বোঝা গেল যে, পীরের খেদমত করা এবং তাঁকে তা জানানো উচিত নয়, কেননা আমাদের মত দুর্বলদেরকে আল্লাহ পাকের এই মনোনীত বান্দারা নিজেদের খেদমতের জন্য কবুল করে নিয়েছেন, এটাই তাঁদের অনুগ্রহ। কারণ তাঁদের আমাদের খেদমতের প্রয়োজন নেই এবং আমাদের ধনসম্পদেরও কোনো প্রয়োজন নেই।

www.dawateislami.net

পীর এর মুরিদের কাছ থেকে প্রত্যাশা

হাফিযুল হাদীস হযরত সাইয়িদুনা আহমদ বিন মুবারক মালকি সজলমাসি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (ওফাত ১১৫৫ হিঃ) আল ইবরীজ গ্রন্থে তাঁর শায়খুল করিম হযরত সাইয়িদুনা আব্দুল আযিয বিন মাসউদ দাববাগ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (ওফাত ১১৩২ হিঃ) এর এই উক্তি বর্ণনা করেন যে, কোন শায়খ নিজের মুরিদের কাছ থেকে কোন প্রকার প্রকাশ্য খেদমত, দুনিয়ার সম্পদ বা অন্য কোন লাভের প্রত্যাশী হন না বরং তিনি তার মুরিদের কাছ থেকে শুধু এইটুকু প্রত্যাশা করেন যে, তার মুরিদ সব সময় তার শায়খকে কামিল, ক্ষমতাপ্রাপ্ত, অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন, আরেফ এবং নৈকট্যশীল মনে করবে এবং সারা জীবন এই আকীদার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, এই অবস্থায় যেকোন প্রকার খেদমত মুরিদের জন্য উপকারী হবে কিন্তু যদি এই উত্তম আকীদা না থাকে বা যদি থাকেও এবং দৃঢ় না হয় তবে মুরিদের মন কুমন্ত্রণার শিকার হয় এবং এই অবস্থায় মুরিদ কিছুই লাভ করতে পারবে না।

(আল ইবরীজ, বাবুল খামিস ফি যিকরিত তাশায়িখ ওয়াল ইরাদাহ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭৮)

নিজের দুর্বলতা স্বীকার করো

হযরত সায়্যিদুনা আহমদ বিন মুবারক মালেকি সীজিলমাসী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আরো বলেন যে, একবার আমি আমার পীর ও মুর্শিদ হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল আযিয বিন মাসউদ দাববাগ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সাথে বাবুল হাদিদ এর কাছে উপস্থিত ছিলাম, সে সময় আমাদের সাথে হযরতের আরও একজন মুরিদ উপস্থিত ছিলো যে আমাদের সমস্ত পীর ভাইদের মধ্যে হযরতের সবচেয়ে বেশি খেদমত করতো। হযরত তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি কি শুধু আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য আমাকে

www.dawateislami.net

ভালোবাসো? তিনি আরয করলেন: হ্যাঁ! আমার ভালোবাসা শুধু আল্লাহ পাকের জন্যই এবং এতে কোনো রিয়াকারী নেই এবং আমার খ্যাতি লাভ করারও কোনো উদ্দেশ্য নেই। হযরত সায়্যিদুনা আহমদ বিন মুবারক মালকি সজলমাসী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন যে, আমি তার এই কথা শুনে খুব রাগান্বিত হলাম কিন্তু আমি হযরতের আদবের কারণে চুপ রইলাম। তারপর হযরত তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: যদি তুমি জানতে পারো যে, আমার মধ্যে সমস্ত রহস্য ফুরিয়ে গেছে তবে কি তখনো তোমার ভালোবাসা অবশিষ্ট থাকবে? সে আরয করল: হ্যাঁ! তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: যদি মানুষ তোমাকে বলে যে, আমি একজন সাধারণ মানুষের মতো তবে কি তখনও এই ভালোবাসা অবশিষ্ট থাকবে? সে আবার স্বীকার করল তখন তিনি বললেন: যদি লোক তোমাকে বলে যে, আমি গুনাহ করা শুরু করে দিয়েছি তবে কি তখনও তোমার ভালোবাসা অবশিষ্ট থাকবে? সে আরয করল: হ্যাঁ! তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: যদি আমি অনেক বছর ধরে যেমন; ২০ বছর গুনাহের গর্তে ডুবে থাকি তবে কি? সে আরয করল: তখনও আমার অন্তরে কোন সন্দেহ প্রবেশ করবে না। তখন পীর সাহেব বললেন: অচিরেই আমি তোমার পরীক্ষা নেব।

হযরত সায়্যিদুনা আহমদ বিন মুবারক মালেকি সীজিলমাসী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন যে, আমার আর ধৈর্য্য ধরল না এবং আমি বলে উঠলাম আর আমার ঐ পীর ভাইকে বললাম যে, এমনটা বলো না! তোমার সাথে এমনটা কখনো হতে পারবে না। বরং আমার এই ভয় হচ্ছে যে, যেন তুমি সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত না হয়ে যাও কারণ একজন অন্ধ ব্যক্তি কি করে একজন জ্ঞানী ও বুদ্ধিমানের পরীক্ষা নিতে পারে? সুতরাং তুমি পীর সাহেবের কাছে ক্ষমা চেয়ে নাও আর নিজের অক্ষমতা ও দুর্বলতা স্বীকার

www.dawateislami.net

করো, চলো আমিও তোমার সাথে ক্ষমা চাই। তারপর আমরা দুজনেই হযরতের নিকট ক্ষমা চাইলাম কিন্তু তকদীরের লিখন পূর্ণ হয়েই থাকল। কিছুদিন পর শায়খ ঐ মুরিদকে একটি কাজ করতে বললেন, যা বাহ্যিকভাবে তার পছন্দ ছিল না কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার জন্য উপকারী ছিল। কিন্তু সে এর প্রজ্ঞা বুঝতে পারল না আর সে অপছন্দ জেনে ঐ কাজ করল না, এমনকি সে হযরতের ব্যাপারে কুধারনার শিকার হয়ে পরিশেষে শায়খের সাহচর্য থেকে বঞ্চিত হয়ে গেল। আরও বলেন যে, আল্লাহর রহস্যকে ঐ ব্যক্তিই সহ্য করতে পারে, যে পরহেজগার হয়ে থাকে, তার আকীদা সঠিক ও সংকল্প দৃঢ়। নিজের পীর ব্যতীত কারো কথা বিশ্বাস করে না বরং অন্যান্য সমস্ত লোকের অবস্থান তার দৃষ্টিতে মৃতদের ন্যায় হয়। **(আল ইবরীজ, বাবুল হামস ফি যিকরীত তাশায়িখ ওয়াল ইরাদাতি, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭৮)**

পীরের প্রতি আপত্তির দ্বিতীয় কারণ

কিছু সময় এমন হয় যে, কোন মুরিদ আল্লাহ পাকের কামিল ওলীগণ رَحِمَهُمُ الله এর, বিশেষ করে নিজের পীর ও মুর্শিদের খেদমত ও সন্তুষ্টি লাভের কারণে কোন মর্যাদায় ফয়েযপ্রাপ্ত হন তখন তিনি পীরের অনুগ্রহ মনে করার পরিবর্তে নিজের পরিশ্রম ও খেদমতের ফল মনে করে গর্ব ও অহংকারে লিপ্ত হয়ে যায় এবং মনে করে যে, এখন তার আর খেদমত করার প্রয়োজন নেই, তার উদ্দেশ্য অর্জিত হয়ে গেছে। সুতরাং এভাবে নিজের পীরের সাথে বেয়াদবী বা বেহায়াপনার ধারণা তার অন্তরে শেকড় গেড়ে বসে এবং সে এটাও ভুলে যায় যে, আজ সে যে মর্যাদায় ফয়েযপ্রাপ্ত হয়েছে তা সব পীর ও মুর্শিদের কৃপাদৃষ্টির ফয়েয়ের সদকা এবং তার শায়খ তার মনের পরিবর্তিত অবস্থা সম্পর্কে অবগত রয়েছেন।

www.dawateislami.net

যেমনটি হযরত সাইয়্যিদুনা আলী বিন ওয়াফা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (ওফাত ৮০১ হিজরী) বলেন: যে মুরিদ একথা মনে করে যে, তার শায়খ তার মনের পরিবর্তিত অবস্থা ও রহস্য সম্পর্কে অবগত নন, সে নিজের শায়খের ফয়েয থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়, যদিও সে রাত দিন মুর্শিদের সঙ্গে থাকে।

(আল আনওয়ারুল কুদসিয়াহ ফি মা'রিফাতে কাওয়ায়েদে সুফিয়াহ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৩)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বোঝা গেল যে, আমাদের কখনোই নিজের অতীত ভুলে যাওয়া উচিত নয় এবং একথা মনে রাখা উচিত যে, নিজের পীরের দরবারে আসার আগে আমরা মাথা থেকে পা পর্যন্ত গুনাহে লিপ্ত ছিলাম, মুর্শিদের কৃপাদৃষ্টি আমাদের গুনাহের এই মরুভূমি থেকে বের করে নেক কাজের বাগানে পৌঁছে দিয়েছে। আমাদের নেক কাজের প্রদীপ গুনাহের তীব্র ঝড়ো হাওয়ায় নিভে গিয়েছিল কিন্তু মুর্শিদের রুহানি বিচরণ সেই নিভে যাওয়া প্রদীপগুলোকে আবার জ্বালিয়ে দিয়েছে। তাই মনে রাখবেন যে, যখন মুরিদ নিজের অতীত ভুলে যায় তখন তার উন্নতি ও পূর্ণতা পতনে পরিবর্তিত হয়ে যায়।

পীরের পরীক্ষা গ্রহণকারীর পরিণতি

হযরত দাতা গঞ্জেবখশ সৈয়দ আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন যে, হযরত সায়্যিদুনা জুনায়েদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর একজন মুরিদ কিছুটা বদ আকীদা হয়ে গেলো এবং ভাবলো যে, তিনিও মকামে মারেফাত অর্জন করেছেন, এখন তার মুর্শিদের প্রয়োজন নেই। সুতরাং তিনি চুপচাপ হযরত সায়্যিদুনা জুনায়েদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দরবার থেকে মুখ ফিরিয়ে চলে গেলেন। তারপর একদিন তিনি দেখতে ও পরীক্ষা করতে এলেন যে, হযরত সায়্যিদুনা জুনায়েদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কি তার মনের খেয়ালগুলো

www.dawateislami.net

সম্পর্কে অবগত আছেন, নাকি নেই? এদিকে হযরত সায়্যিদুনা জুনায়েদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ও নিজের অর্ন্তদৃষ্টির নূর দ্বারা তার অবস্থা লক্ষ্য করলেন। সুতরাং যখন ঐ মুরিদ এল এবং তাঁর নিকটرَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করল তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: কেমন উত্তর চাও, শব্দে না অর্থে? বলল: উভয়ভাবেই। তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: যদি শব্দে উত্তর চাও তবে শুন! যদি আমাকে পরীক্ষা করার আগে নিজেকে পরীক্ষা করে নিতে তবে আমাকে পরীক্ষা করার প্রয়োজন হত না এবং তুমি এখানে আমাকে পরীক্ষা করতে আসতে না। আর অথর্গত উত্তর এই যে, আমি তোমাকে বেলায়েতের পদ থেকে পদচ্যুত করেছি। এ কথাটি বলার সাথে সাথে ঐ মুরিদের চেহারা কালো হয়ে গেল, তখন সে কান্নাকাটি করতে লাগল এবং আরয করল: হুযুর! আমার অন্তর থেকে বিশ্বাসের শান্তি চলে গেছে। তারপর তাওবা করল এবং অযথা কথাগুলোর জন্য অনুশোচনা প্রকাশ করল, তখন হযরত জুনায়েদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: তুমি জানো না যে আল্লাহ পাকের অলীগণ রহস্যের ধারক হয়ে থাকেন, তোমার মধ্যে তাঁদের মার সহ্য করার শক্তি নেই। **(কাশফুল মাহজুব, পৃষ্ঠা ১৩৭)**

বোঝা গেল যে, মুরিদের কখনো পীরের পরীক্ষা নেওয়ার ব্যাপারে চিন্তা করা উচিত নয়, অন্যথায় আল্লাহ পাকের রহমত থেকে বঞ্চিত হতে হবে। এছাড়াও কোনো মর্যাদা বা পদ প্রাপ্তির পর এটাও মনে রাখা উচিত যে, এ সবই আমার পীরের দান, কারণ যেই মুরিদ কোনো নেয়ামতকে নিজের পীরের দান মনে করে না, প্রায়ই শয়তানের হাতে তার পরিণতি খারাপ হয়।

www.dawateislami.net

আর জান্নাত অদৃশ্য হয়ে গেল

হযরত জুনায়েদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর একজন মুরিদের মনে এই খেয়াল আসল যে, আমি কামিল হয়ে গেছি এবং এখন আমার পীরের সাহচর্য ও খেদমতে থাকার কোনো প্রয়োজন নেই বরং আমার জন্য একা থাকা ভালো। সুতরাং সে একাকীত্ব অবলম্বন করল এবং হযরত জুনায়েদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খেদমতে উপস্থিত হওয়া ছেড়ে দিল। এক রাতে সে দেখল যে, কিছু লোক একটি উট নিয়ে এসেছে এবং তাকে বলছে যে, তারা তাকে নিতে এসেছে, যাতে সে এই রাত জান্নাতে কাটাতে পারে। সুতরাং তারা তাকে উটের উপর বসিয়ে নিয়ে গেল, যতক্ষণ না সে এমন এক জায়গায় পৌঁছাল যা খুব সুন্দর ছিল, সেখানকার প্রতিটি জিনিস থেকে সৌন্দর্য ঝরে পড়ছিল, সুস্বাদু খাবারের সাথে মিষ্টি পানির ঝর্ণাও বইছিল। সে সকাল পর্যন্ত সেখানে মজা নিতে থাকল এবং যখন সকাল হলো তখন সে নিজেকে নিজের কক্ষে পেল। এই ধারাবাহিকতা কয়েকদিন ধরে চলতে থাকল যে, প্রতি রাতে সে এমন দেখতো যে, ফেরেশতারা তাকে বাহনে করে জান্নাতে নিয়ে যাচ্ছে এবং নানারকম ফল খাওয়াচ্ছেন, এমনকি সে গর্ব ও অহংকারের শিকার হয়ে গেল এবং এই দাবি করতে লাগল যে, তার অবস্থা এই পূর্ণতায় পৌঁছে গেছে যে, তার রাতগুলোও জান্নাতে কাটছে। লোকেরা এই সংবাদ হযরত জুনায়েদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে দিলে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তার নিকট গেলেন, তখন দেখলেন যে, সে খুবই অহংকারের সহিত বসে আছে। তিনি তার নিকট অবস্থা জিজ্ঞাসা করলে, সে খুবই গর্বের সাথে নিজের উঁচু মর্যাদা এবং জান্নাতের ভ্রমণের কথা বলল। সুতরাং তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: আজ যখন জান্নাতে যাবে তখন তিন বার

www.dawateislami.net

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ পড়বে। সে বলল: খুব ভালো। সুতরাং অভ্যাস অনুযায়ী যখন সে জান্নাতে পৌঁছাল তখন মনে করে শুধুমাত্র পরীক্ষা করার জন্য সে তিনবার لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ পড়ল, তখন তাকে নিয়ে যাওয়া সব লোক চিৎকার করে পালিয়ে গেল এবং সে কী দেখতে পেল যে, জান্নাত মুহূর্তের মধ্যে তার চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে এবং সে নাপাকি ও ময়লা স্যাতসেতে জায়গায় বসে আছে এবং তার চারদিকে মৃতের হাড় পড়ে আছে। মুহূর্তেই সে বুঝতে পারল যে, এটি একটি শয়তানী ফাঁদ ছিল এবং আমি এই ফাঁদে আটকে গিয়েছিলাম। দ্রুত তাওবা করল এবং নিজের পীর ও মুর্শিদ সৈয়্যিদুত ত্বায়িফাহ হযরত সায়্যিদুনা জুনায়েদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে গেলো।

(কাশফুল মাহজুব, বাব আদাবিহিম ফি সুহবাত, পৃষ্ঠা ৩৭৭)

এই কাহিনী থেকে এই গুরুত্বপূর্ণ রহস্যটি উন্মোচিত হলো যে, মুর্শিদের কৃপাদৃষ্টিতে অর্জিত হওয়া মর্যাদা লাভ করার পরও মুরিদ যেন সব সময় মুর্শিদের দরবারে জড়িত থাকে। অন্যথায় মুর্শিদের দানকে নিজের পূর্ণতা মনে করা মুরিদের জন্য ধ্বংসের দরজায় কড়া নাড়ার সমান হবে।

পীর এর উপর আপত্তির তৃতীয় কারণ

কখনও শায়খে তরিকতের থেকে এমন কিছু বিষয় প্রকাশিত হয়, যা বাহ্যিকভাবে শরীয়ত বিরোধী বলে মনে হয়, তখন শয়তান এমন কোনো সুযোগের অপেক্ষায় থাকে, সঙ্গে সঙ্গে মুরিদের মনে কুমন্ত্রণার বীজ বপন করার চেষ্টা করে, সুতরাং যদি সত্যিকার মুরিদের পা এমন মুহূর্তে পিছলে যায় এবং সে পীর সম্পর্কে কু-ধারনার শিকার হয়, তবে সে পীরের

www.dawateislami.net

প্রতি আপত্তিকারী হয়ে যায় এবং মনে রাখবেন যে, এটিও পীরের ফয়েয থেকে বঞ্চনার নিদর্শন। যেমনটি,

কুস্তিগীরও কি পীর হতে পারে?

খাজা নকশবন্দ হযরত সায়্যিদুনা বাহাউদ্দিন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ শরীয়তের জ্ঞান অর্জনের পর ত্বরিকতের কোন শাহসাওয়ারের খেদমতে নতজানু হওয়ার ইচ্ছা করলেন, তখন বুখারায় হযরত আমীর কাল্লাল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খ্যাতি শুনে তাঁর খেদমতে উপস্থিত হলেন। কী দেখতে পেলেন, তখন ঘরের ভেতরে বিশেষ লোকদের সমাগম ছিলো, আখড়াতে কুস্তি হচ্ছে, হযরতও উপবিষ্ট আছেন এবং কুস্তিতে শরীক আছেন। হযরত খাজা নকশবন্দ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ শরীয়তের অনুসারী মহান আলিম ছিলেন, এই বিষয়টি তার নিকট কিছুটা অপছন্দ হলো অথচ কোন নাজায়িয বিষয় ছিল না। মনে এই খেয়াল কুমন্ত্রণা আসতেই সাথে সাথে তার উপর তন্দ্রা ছেয়ে গেল, দেখলেন যে, হাশরের ময়দান চলছে, এর এবং জান্নাতের মাঝখানে একটি চোরাবালি প্রতিবন্ধক হয়ে আছে। সে ওপারে যাওয়ার জন্য চোরাবালিতে নামল কিন্তু ফেঁসে গেল, এখন যত জোর লাগালো ততই ধ্বসে যাচ্ছে, এমনকি বগল পর্যন্ত ধ্বসে গেল, এখন খুব চিন্তিত ছিলো যে, কী করা যায়, এতক্ষণে দেখা গেল হযরত আমির কাল্লাল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আগমন করলেন এবং এক হাতে তাকে তুলে নদীপার করে দিলেন। এতক্ষণে তার চোখ খুলে গেল। তিনি কিছু আরয করার পূর্বেই হযরত আমির কাল্লাল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: আমরা যদি কুস্তি না লড়ি তবে এই শক্তি কোথা থেকে আসবে। এ কথা শুনে সাথে সাথে কদমে পড়ে গেলেন এবং বাইয়াত হয়ে গেলেন। **(জামেয়ে কারামাতে আউলিয়া, আস সৈয়দ আমীর কাল্লাল, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৬০১)**

www.dawateislami.net

মুরিদের জন্য বিষতুল্য

শায়খুশ শুয়ূখ হযরত সায়্যিদুনা শাহাবুদ্দিন সোহরাওয়ার্দী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আওয়ারিফুল মাআরিফ শরীফে বলেন: পীরের প্রতি আপত্তি করতে ভয় পাওয়া উচিত, কেননা এটা মুরিদের জন্য মারাত্মক বিষ। খুব কম মুরিদ রয়েছে যে, নিজের অন্তরে শায়খের প্রতি কোন আপত্তি করবে, অতঃপর কল্যাণ লাভ করবে। শায়খের আচরণে যা কিছু তার সঠিক মনে না হয় তার ক্ষেত্রে হযরত সায়্যিদুনা মুসা عَلَيْهِ السَّلَام এর হযরত সায়্যিদুনা খিজির عَلَيْهِ السَّلَام এর সাথে ঘটা ঘটনাবলী স্মরণ করবে, কারণ হযরত সায়্যিদুনা খিজির عَلَيْهِ السَّلَام এর নিকট এমন বিষয় প্রকাশিত হত, যা বাহ্যিকভাবে কঠিন আপত্তিকর ছিল (যেমন; গরীবের নৌকা ছিদ্র করে দেওয়া, ছেলেটিকে হত্যা করা) অতঃপর যখন তিনি এর কারণ বলতেন তখন পরিষ্কার হয়ে যেত যে, এটাই সঠিক ছিল যা তিনি করেছেন। এভাবেই মুরিদের বিশ্বাস রাখা উচিত যে, শায়খের যে কাজ আমার নিকট সঠিক মনে হয় না, তা শায়খের নিকট তার সাহচর্যের অকাট্য দলিল।

(আওয়ারিফুল মা'আরিফ, বাবুত তানি আ'শার ফি শরহে খিরকাতিল মাশায়িখ, পৃষ্ঠা ৬২)

পীরও তো মানুষ

শায়খুল হাদীস হযরত আল্লামা আব্দুল মুস্তাফা আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যদি মুরিদ পীরের মধ্যে যদি সামান্য পরিমাণ শরীয়ত বিরোধী বিষয় কখনো দেখে তবে সাথেসাথে আকীদা খারাপ করবে না এবং এটা বুঝে নাও যে, পীরও তো মানুষ, কোন ফেরেশতা তো নয়, এজন্য যদি তার থেকে ঘটনাক্রমে কোন সামান্য পরিমাণ শরীয়ত বিরোধী বিষয় সম্পন্ন হয়ে যায়, যা তাওবা করে নিলে ক্ষমা হতে পারে, তবে এমন

www.dawateislami.net

বিষয়ের উপর বিরক্ত হয়ে পীরকে ছেড়ে দেবে না, হ্যাঁ অবশ্য যদি পীর বদ আকীদা হয়ে যায় বা কোনো কবীরা গুনাহে অবিচল থাকে তবে মুরিদি ছিন্ন করে দেবে, কারণ বদ আকীদা ও প্রকাশ্য ফাসিককে পীর বানানো হারাম। **(জান্নাতী যেওয়ার, পৃষ্ঠা ৪৬২)**

শরীয়তের বিপরীত কাজ দেখেও কি শায়খ থেকে ফিরে আসা উচিত?

দাওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত ৫৬১ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "আল মালফুযুল মা'রুফ বা মলফুযাতে আলা হযরত" (সম্পূর্ণ চার খণ্ড) এর ৪৯৮ পৃষ্ঠায় রয়েছে যে, যখন আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খেদমতে আরয করা হলো যে, শায়খ (অর্থাৎ নিজের পীর) থেকে বাহ্যিকভাবে এমন কোন বিষয় প্রকাশিত হলো, যা সুন্নাত পরিপন্থী, তবে কি তার থেকে ফিরে আসা উচিত? তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: বঞ্চনা ও একান্ত পথভ্রষ্টতা। **(মালফুযাতে আ'লা হযরত, পৃষ্ঠা ৪৯৮)**

হাফিজুল হাদীস সায়্যিদি আহমদ সিজিলমাসি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (ওফাত ১১৫৫ হিজরী) আল ইবরীজ এ তাঁর শায়খুল করিম হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল আযিয বিন মাসউদ দাববাগ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (ওফাত ১১৩২ হিজরী) এর এই উক্তি বর্ণনা করেন, মুরিদের নিজের পীরের প্রতি সত্য ভালোবাসার নিদর্শন এই যে, মুরিদ তার পীরকে বুদ্ধির নিক্তিতে ওজন করা ছেড়ে দিবে যতক্ষণ না তার পীরের সমস্ত কাজ, কথা এবং অবস্থা একদম সঠিক মনে হবে না, যদি কোন কথা বুঝে আসে তবে ঠিক আছে, অন্যথায় তা আল্লাহ পাকের উপর ছেড়ে দিবে কিন্তু এই বিশ্বাস রাখবে যে, পীরের কাজ সঠিকই। কিন্তু যদি সে পীরের কোনো কাজ বাহ্যিকভাবে ভুল দেখে এবং

www.dawateislami.net

মনে করে যে, পীর সাহেব ভুল করেছেন, তবে এমন ব্যক্তি এক মুহূর্তেই মাথা ঘুরে পড়ে যায় এবং নিজের দাবীকৃত ভক্তিতে মিথ্যা প্রমাণিত হয়।

(আল ইবরীজ, আল বাবুল হামিস ফি যিকরীত তাশায়িখ ওয়াল ইরদাহ, ২য় অংশ, পৃষ্ঠা ৭৭)

পীর নিষ্পাপ নন

হযরত সায়্যিদুনা আবু ইয়াযিদ বোস্তামী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কাছে আরয করা হলো: কামিল ব্যক্তি কি গুনাহ করতে পারে? তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: আল্লাহ পাকের কাজ নির্ধারিত তাকদীর। সুতরাং মুরিদের উচিত যে, সে শায়খের সাহচর্য গ্রহণ করার সময় তাকে গুনাহ থেকে নিষ্পাপ মনে করবে না। (কেননা এটা নবী ও ফেরেশতাদের عَلَيْهِمُ السَّلَام এর জন্য বিশেষায়িত) বরং নিছক আল্লাহ পাকের পথের জ্ঞান অর্জন করার জন্য সাহচর্য গ্রহণ করবে এবং তাঁর বাণী ও আহকামের প্রতি দৃষ্টি রাখবে, তাঁর কাজগুলোর উপর নয় এবং এই জন্যই আল্লাহ পাক এই হুকুম ইরশাদ করেছেন:

فَسْـَٔلُوْۤا اَهْلَ الذِّكْرِ

(পারা ১৪, নাহল: ৪৩)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: "সুতরাং হে লোকেরা! জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা করো।"

কিন্তু আমাদের এই হুকুম দেওয়া হয়নি যে, আমরা তাদের কাজের অনুসরণ করি কারণ তাঁরা গুনাহ থেকে নিষ্পাপ নন এবং যেহেতু আল্লাহ পাক আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام কে গুনাহ থেকে নিষ্পাপ বানিয়েছেন, এই জন্যই তাদের সম্পর্কে ইরশাদ করেন:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْهِمْ اُسْوَةٌ

(পারা ২৮, আল মুমতাহিনা: ৬)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: নিশ্চয় তোমাদের জন্য তাদের মধ্যে উত্তম অনুসরণ (আদর্শ) ছিলো।

www.dawateislami.net

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

(পারা ২১, আহযাব: ২১)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: নিশ্চয় তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর অনুসরণই উত্তম।

সুতরাং আমরা রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সমস্ত কাজের অনুসরণ করব, ঐ সকল কাজ ব্যতীত যা তাঁর জন্য বিশেষায়িত। আমাদের ঐগুলির উপর আমল করা জায়িয নয় এবং জেনে নিন! এই বিষয়টি (যে কাজ কারো সাথে বিশেষায়িত, তা অন্যদের জন্য করা জায়িয নয়) এই অসুস্থতার জন্য সবচেয়ে বড় ঔষধ, যা মুরিদের শয়তানের পক্ষ থেকে আসে এবং এতে কোন সন্দেহ নেই যে, কপট নফস যখন শায়খের প্রতি এ ধরণের কুমন্ত্রণা দেখে, তখন সাথে সাথে এর উপর আমল করে (অথচ তা শায়খের জন্য বিশেষায়িত) এবং নফস স্বভাবত কারো অধীনস্থ হয়ে থাকতে চায় না। সুতরাং যখন শয়তান শায়খ সম্পর্কে কোন বাজে ধারণা মনে প্রবেশ করায়, তখন সে নিজের ধ্বংসের জন্য তা কবুল করে নেয়, যদি না আল্লাহ পাক তাকে বাঁচার তৌফিক দান করেন।

(ইসলাহে আমাল, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫৯৯)

পীরের প্রতি আপত্তির চতুর্থ কারণ

আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দীন ও মিল্লাত, পরওয়ানায়ে শময়ে রিসালাত, মাওলানা শাহ আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন: কী কারণ যে, মুরিদ জ্ঞান সম্পন্ন এবং শরীয়ত ও তরিকতের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও (নিজের মুর্শিদ কামিলের ফয়েয দ্বারা) আঁচল পূর্ণ করতে পারে না? সম্ভবত এর কারণ এই যে, মাদরাসা থেকে শিক্ষা সমাপ্ত করা অসংখ্য ওলামায়ে দ্বীন নিজেদেরকে পীর ও মুর্শিদ থেকে উত্তম মনে

www.dawateislami.net

করে অথবা আমলের গর্ব এবং কিছু হওয়ার বোধ কোথাও থাকতে দেয় না। অন্যথায় হযরত শায়খ সা'দী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর পরামর্শ শোন। সুতরাং হযরত শায়খ সা'দী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: গ্রহণকারীর উচিত যে, যখন সে কোন জিনিস অর্জন করার ইচ্ছা পোষণ করে, তখন যদিও সে উৎকর্ষতায় পূর্ণ থাকে তবুও উৎকর্ষতাকে দরজার বাইরেই ছেড়ে দেবে (অর্থাৎ বিনয় অবলম্বন করবে) এবং এটা জানবে যে, আমি কিছুই জানি না। খালি হয়ে আসবে তবেই কিছু পাবে আর যে নিজেকে পূর্ণ মনে করবে তবে মনে রাখবে যে, পূর্ণ পাত্রে আর কোন জিনিস ঢালা যায় না।

(আনওয়ারে রযা, ইমাম আহমদ রযা এবং তালিমাত তাসাউফ, পৃষ্ঠা ২৪২)

জ্ঞানের আপদ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দুর্ভাগ্যক্রমে কিছু লোক এই আত্মতৃপ্তির শিকার হয়ে যায় যে, তাদের চেয়ে উত্তম অন্য কেউ নেই। আসলে এমন লোকেরা গর্ব ও অহঙ্কারে এই কথা ভুলে যায় যে, آفَةُ الْعِلْمِ الْخُيَلَاءُ অর্থাৎ জ্ঞানের আপদ অহংকার। অতঃপর লোক নিজের জ্ঞানের উপর গর্ব করে মহান শায়খে উপর অযথা অভিযোগ এবং আপত্তি করতে দেখা যায়। এমন লোকদের আখেরাত তো নষ্ট হয়ই কিন্তু কখনও কখনও তাদের দুনিয়াতেও শিক্ষণীয় নিদর্শন বানিয়ে দেওয়া হয়। এ প্রসঙ্গে একটি শিক্ষণীয় কাহিনী উপস্থাপন করা হলো।

বা'আদব বা'নসিব, বে'আদব বে'নসিব

দাওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার ১৪৬ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "ফয়যানে মাযারাতে আউলিয়া" এর ৬৬ পৃষ্ঠায়

www.dawateislami.net

রয়েছে; হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন হিবাতুল্লাহ তামীমী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন যে, আমি পূর্ণ যৌবনে দ্বীনি জ্ঞান অর্জনের জন্য বাগদাদ শরীফ উপস্থিত হলাম। ঐ সময় মাদ্রাসায়ে নিযামিয়াতে ইবনে সাক্কা আমার সহপাঠী ও বন্ধু ছিল। আমাদের এই অভ্যাস ছিল যে, ইবাদতের পাশাপাশি সালেহীনের যিয়ারতও করতে যেতাম। ঐ দিনগুলোর কথা, বাগদাদে গাউস নামে খ্যাত একজন বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বাস করতেন। তাঁর সম্পর্কে বলা হত যে, তিনি যখন চান তখন প্রকাশ হন এবং যখন চান তখন অদৃশ্য হন। একদিন আমি, ইবনে সাক্কা এবং হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী (গাউসুল আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ) যিনি সে সময় যুবক ছিলেন, ঐ বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে বের হলাম। পথে ইবনে সাক্কা বলল যে, "আমি তাঁর নিকট এমন একটি মাসআলা জিজ্ঞাসা করব যার উত্তর তিনি দিতে পারবেন না।" আমি বললাম যে, "আমিও একটি মাসআলা জিজ্ঞাসা করব, দেখব তিনি কী উত্তর দেন।" তখন হযরত শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: আল্লাহ পাকের পানাহ! আমি তো তাঁকে কোনো প্রশ্নই করব না বরং তাঁর দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁর যিয়ারতের বরকত লাভ করব।"

সুতরাং যখন আমরা সেখানে পৌঁছলাম তখন তাঁকে তাঁর নিজের স্থানে পেলাম না। আমরা সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করছিলাম, তখন কী দেখলাম যে, তিনি সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। তারপর তিনি ইবনে সাক্কার দিকে রাগান্বিত হয়ে বললেন: হে ইবনে সাক্কা! তোমার ধ্বংস হোক! তুমি আমাকে এমন মাসআলা জিজ্ঞাসা করতে এসেছ যার উত্তর আমি জানি না। শোন! ঐ মাসআলা এই এবং এর উত্তর এই। নিঃসন্দেহে আমি তোমার অন্তরে কুফরের আগুন জ্বলতে দেখছি। তারপর তিনি আমার দিকে

www.dawateislami.net

তাকিয়ে বললেন: হে আব্দুল্লাহ! তুমি আমাকে এমন মাসআলা জিজ্ঞাসা করতে এসেছ যাতে তুমি দেখতে পারো যে, আমি এর কী উত্তর দিই। শোন! ঐ মাসআলা এই এবং এর উত্তর এই। আর তোমার বে'আদবির কারণে দুনিয়া তোমার কান পর্যন্ত পৌঁছাবে। তারপর তিনি হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দিকে তাকালেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁকে নিজের কাছে ডেকে নিলেন এবং তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর প্রতি সম্মান ও মর্যাদা দেখালেন এবং বললেন: হে আব্দুল কাদির! আপনি আপনার আদব দ্বারা আল্লাহ ও রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সন্তুষ্ট করেছেন। যেন আমি দেখছি যে, আপনি বাগদাদ শরীফে মিম্বরে বসে লোকদের বলছেন: قَدَمِی هٰذِهٖ عَلٰی رَقَبَةِ كُلِّ وَلِیِّ الله অর্থাৎ আমার এই পা প্রত্যেক ওলীর ঘাড়ের উপর। আর আমি আপনার যুগের ওলীগণকে দেখছি যে, তাঁরা আপনার সম্মানার্থে তাঁদের ঘাড় ঝুঁকিয়ে দিয়েছেন। একথা বলে ঐ বুযুর্গ তখনই অদৃশ্য হয়ে গেলেন। এরপর আমরা তাঁকে দেখলাম না।

হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ আব্দুল্লাহ শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর অবস্থা এমন হল যে, আল্লাহর দরবারে তাঁর নৈকট্যের যে নিদর্শন ছিল তা প্রকাশিত হলো এবং সাধারণ ও বিশেষ (অর্থাৎ মাশায়েখ, ওলী, আলেম ও সাধারণ মানুষ) সবাই তাঁর দরবার থেকে ফয়েযপ্রাপ্ত হতে লাগলেন এবং তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই ঘোষণাও দিলেন: قَدَمِی هٰذِهٖ عَلٰی رَقَبَةِ كُلِّ وَلِیِّ الله অর্থাৎ আমার এই পা প্রত্যেক ওলীর ঘাড়ের উপর। এবং যুগের সকল ওলীগণ رَحِمَهُمُ الله তাঁর এই ফযিলত স্বীকার করলেন। আর ইবনে সাক্কার অবস্থা এই হল যে, শরীয়তের ইলম অর্জনে লেগে থাকল এমনকি এই বাহ্যিক ইলমগুলোতে সে অত্যন্ত দক্ষ হয়ে গেল এবং নিজের যুগের অনেক অভিজ্ঞকে ছাড়িয়ে

www.dawateislami.net

গেল, সে প্রচন্ড বাকপটু বক্তা ছিলো যে, প্রতিটি শাস্ত্রে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাস্ত করে দিতো। যখন তার এই খ্যাতি অনেক বেশি হল তখন সেই সময়কার বাদশাহ তাকে নিজের নৈকট্যশীল বানিয়ে নিলো এবং তাকে রোম দেশের বাদশাহের নিকট পাঠালো। ব্যস যখন রোমের বাদশাহ তার কিছু শাস্ত্রে দক্ষতা ও বাকপটুতা দেখলো তখন খুবই আশ্চার্য হলো। অতএব বাদশাহ তার সাথে মুনাযারা করার জন্য খ্রীষ্টানদের বড় বড় জ্ঞানী ও পাদ্রীদের জড়ো করলো। তারা ইবনে সাক্কার সাথে মুনাযারা করলো, তখন সে সবাইকে চুপ ও অসহায় করে দিলো। এভাবে তার বাদশাহের দরবারে খুবই সম্মান ও মর্যাদা অর্জিত হলো। অতঃপর একদিন তার দৃষ্টি বাদশাহের মেয়ের দিকে পরলো, তখন সে তার প্রতি মুগ্ধ হয়ে গেলো এবং বাদশাহকে আবেদন করলো যে, "আপনি আপনার মেয়ের বিবাহ আমার সাথে দিন।" বাদশাহ বললো: "যদি তুমি খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করো তবে বিবাহ দিবো।" (نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْها) ইবনে সাক্কা খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে নিলো এবং বাদশাহ তার মেয়েকে তার সাথে বিবাহ দিয়ে দিলো। তখন ইবনে সাক্কার সেই গাউস رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ এর কথা মনে পরলো, তখন সে বুঝে গেলো যে, এই বিপদ সেই বে'আদবীর কারণে হয়েছে। আর আমার (অর্থাৎ এই ঘটনা বর্ণনাকারীর) অবস্থা হলো যে, আমি দামেশক চলে এলাম। যেখানে সুলতান নুরুদ্দীন মালিক শহিদ আমাকে ডেকে আওকাফ মন্ত্রণালয় গ্রহণ করতে বাধ্য করলেন, তখন আমি মন্ত্রণালয় গ্রহণ করে নিলাম এবং আমার কাছে দুনিয়া (অর্থাৎ ধন ও সম্পদ) এত বেশি এল যে, আমি অনুভব করলাম দুনিয়া আমার কানের লতি পর্যন্ত পৌঁছে গেছে আর এভাবে ঐ গাউস رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ এর কথা আমাদের তিনজনের ব্যাপারে সত্য প্রমাণিত হলো। **(বাহজাতুল আসরার ওয়া মা'দানুল আনওয়ার, যিকরি আখবারিল মাশায়িখ আনহু বি যালিকা, পৃষ্ঠা ১৯)**

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! গযব হয়ে গেলো, এখনো কি মাশায়িখে এজামের প্রতি অহেতুক আপত্তিকারীরা তাদের মুখ লাগাম দেবে না? মনে রাখবেন! আল্লাহ পাকের ঐ নেক বান্দাদের গোলামীতে মুক্তি এবং তাঁদের থেকে দূরে থাকায় মৃত্যু রয়েছে, সুতরাং ঐসকল লোকদের এই কথা থেকে ভয় করা উচিত যে, তারা যেন ইবনে সাক্কার মত দুনিয়াদারদের জন্য শিক্ষণীয় নিদর্শন না হয়ে যায় এবং কখনো ভুল করে মনে মনেও আল্লাহ পাকের মনোনীত ও নেক বান্দাদের প্রতি আপত্তি না করে, কেননা আল্লাহ পাকের ঐসকল নেক বান্দারা মনের মাঝে উদ্রেক হওয়া খেয়ালগুলো সম্পর্কেও অবগত থাকেন। যেমনটি

তুমি ভাষা সোজা করেছ আমি অন্তর

দাওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত ৫৬১ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব মালফুযাতে আলা হযরত (সম্পূর্ণ চার খণ্ড) এর ৪৭৯ নং পৃষ্ঠায় রয়েছে: এক ব্যক্তি ওলীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁর খেদমতে দু'জন আলেম উপস্থিত হলেন। তাঁর পেছনে নামায পড়লেন, তাজভীদের মুস্তাহাব কায়দা আদায় হলো না। তাদের মনে সন্দেহ হলো যে, ভালো ওলী কিন্তু তাজভীদও জানেন না! সে সময় তো তিনি কিছু বলেননি। ঘরের সামনে একটি নদী প্রবাহিত ছিলো, ঐ দু'জন সাহেব গোসল করার জন্য সেখানে গেলেন, কাপড় খুলে নদীর ধারে রাখলেন এবং গোসল করতে লাগলেন। এমন সময় একটি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর সিংহ এল এবং সব কাপড় জড়ো করে এর উপর বসে গেল। ঐ দু'জন সাহেব একটুখানি লুঙ্গী পরা ছিলেন, এখন বের হবেন কিভাবে? আলেমদের শানের পরিপূর্ণ বিপরীত। যখন অনেক্ষণ হয়ে গেল (তখন)

www.dawateislami.net

হযরত বললেন: ভাইয়েরা! আমাদের দু'জন মেহমান সকালে এসেছেন, তারা কোথায় গেলেন? কেউ বলল: হুযুর! তারা তো এই সমস্যায় রয়েছে। তাশরীফ নিয়ে গিয়ে সিংহের কান ধরে একটি থাপ্পড় মারলেন, সে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল, তিনি ঐদিকে মারলেন, তখন সে এদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল। বললেন: আমি বলিনি যে, আমার মেহমানদের কষ্ট দিও না, চলে যাও! সিংহ উঠে চলে গেল। তারপর ঐ সাহেবদের বললেন: তোমরা ভাষা ঠিক করেছ এবং আমি অন্তর ঠিক করেছি। এটা তাদের সন্দেহের উত্তর ছিলো। **(রিসালা কুশাইরিয়্যাহ, বাবু কারামাতিল আউলিয়া, পৃষ্ঠা ৩৮৭)**

পীরের প্রতি আপত্তির পঞ্চম কারণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অনেক সময় মুরিদ নিজের পীরের ভালোবাসায় এত বেশি বেড়ে যায় যে, স্বয়ং নিজের পীরের প্রতি আপত্তি করার কারণ হয়ে যায়। যেমনটি প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মানুষের জন্য তাদের মা-বাবাকে গালাগালি দেওয়া কবীরা গুনাহের অর্ন্তভুক্ত। আরয করা হল: কোনো ব্যক্তি কি তার মা-বাবাকেও গালাগালি দিতে পারে? তখন তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: হ্যাঁ! যখন কোনো ব্যক্তি কোনো ব্যক্তিকে গালি দেয়, তখন সে উত্তরে তার মা-বাবাকে গালি দেয়।

(সহিহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাবুল কাবায়ের ওয়া আকবারহা, হাদীস: ৯০, পৃষ্ঠা ৬০)

অন্যদের পীরের প্রতিও আপত্তি করবেন না

যখন কোনো মুরিদ নিজের পীরের ভালোবাসায় অন্য কোনো পীরের মুরিদের সাথে কোনো কথা নিয়ে ঝগড়া করে তার পীরের প্রতি অনর্থক আপত্তি করতে শুরু করে, তখন সে মুরিদ নিজের পীরের

www.dawateislami.net

ভালোবাসায় তাকে ছোট দেখানোর চেষ্টা করে, তার পীরের প্রতি অনর্থক আপত্তি করতে শুরু করে এবং এভাবে মাশায়িখে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এর শানে বে'আদবির দরজা খুলে যায়, যার কারণ সেই ব্যক্তিই হয়ে থাকে, যে কোনো পরিস্থিতিতেই সঠিক নয়, কারণ যেমন; তার পীর আল্লাহ পাকের একজন মনোনীত বান্দা তেমনই অন্যান্য মাশায়িখও আল্লাহ পাকের নেককার বান্দা, সুতরাং তাঁদের মধ্যে কাউকে খারাপ বলা আল্লাহ পাকের শত্রুতা গ্রহণ করে নেওয়ার তুরতুল্য। যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা মুয়ায বিন জাবাল رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন যে, যেই ব্যক্তি আল্লাহ পাকের কোন ওলীর সঙ্গে শত্রুতা করে আল্লাহ পাক তার সাথে যুদ্ধের ঘোষণা করেন।

(ইবনে মাজাহ, কিতাবুল ফিতান, বাব মান তারজা লাহুস সালামাত মিনাল ফিতান, হাদীস: ৩৯৮৯, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩৫১)

শায়খুল হাদীস হযরত আল্লামা আব্দুল মুস্তফা আ'যমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইসলামী মাসায়েল ও বৈশিষ্ট্যর ভান্ডার সম্বলিত নিজের বিশ্বখ্যাত কিতাব 'জান্নাতী যেওর'-এ বলেন: প্রত্যেক মুরীদদের উপর আবশ্যক যে, অন্য বুযুর্গদের বা অন্য সিলসিলার শানে কখনো কোনো প্রকার বে'আদবী বা অসম্মান করবে না, অন্য কোনো পীরের মুরীদদের সামনে কখনো একথা বলবে না যে, আমার পীর তোমাদের পীর থেকে উত্তম বা আমাদের সিলসিলা তোমাদের সিলসিলা থেকে উত্তম, একথাও বলবে না যে, আমাদের পীরের মুরীদ তোমাদের পীরের মুরীদ থেকে বেশি বা আমাদের পীরের বংশ তোমাদের পীরের বংশ থেকে শ্রেষ্ঠ। কারণ এই ধরনের ফালতু কথায় অন্তরে অন্ধকার সৃষ্টি হয় এবং গর্ব ও অহংকারের ভুত মাথায় সাওয়ার হয়ে মুরীদকে জাহান্নামের গর্তে ফেলে দেয় এবং পীর ও মুরীদদের মাঝে বিভেদ, শত্রুতা, দলাদলি ও নানা ধরনের ঝগড়া এবং ফিতনা-ফাসাদের বাজার গরম হয়ে যায়। **(জান্নাতী যেওর, পৃ. ৪৬৪)**

www.dawateislami.net

পীরের প্রতি আপত্তির ষষ্ঠ কারণ

কখনো কখনো পীরের বলে দেওয়া ওযীফা বা যিকিরের কারণে মুরীদদের অন্তরের অবস্থা পরিবর্তন হয় না, তখন সে নিজের পীরের প্রতি কুধারণা পোষণ করতে শুরু করে। তাই এমন মুরীদদের নসীহত করতে গিয়ে শায়খুল হাদীস হযরত আল্লামা আব্দুল মুস্তফা আ'যমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যদি পীরের বলে দেওয়া ওযীফা বা যিকিরের কিছুদিন পর্যন্ত কোনো প্রভাব প্রকাশ না পায়, তবে এতে মনঃক্ষুন্ন হয়ে পীরের প্রতি কুধারণা পোষণ করবে না এবং এটিকে নিজের দুর্বলতা বা ত্রুটি মনে করবে এবং এমন মনে করবে, এটাই বড় প্রভাব যে, আমার আল্লাহ পাকের নাম নেওয়ার তাওফীক হচ্ছে। প্রত্যেক মুরীদদের মধ্যে জন্মগতভাবে আলাদা আলাদা যোগ্যতা থাকে। একই ওযীফা এবং একই যিকির দ্বারা কারো মধ্যে কোনো প্রভাব সৃষ্টি হয় এবং কারো মধ্যে অন্য কোনো অবস্থা সৃষ্টি হয়। কারো মধ্যে দ্রুত প্রভাব প্রকাশ পায়, কারো মধ্যে অনেক দেরিতে প্রভাব প্রকাশ পায়। যার মধ্যে যেমন এবং যতটুকু যোগ্যতা থাকে, সে অনুযায়ী ওযীফা ও যিকিরের প্রভাব সৃষ্টি হয়। এটা আবশ্যক নয় যে, প্রত্যেক মুরীদদের অবস্থা একই রকম হবে। যাই হোক, যদি ওযীফা ও যিকির দ্বারা কিছু অবস্থা সৃষ্টি হয় তবে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করবে এবং যদি কিছু প্রভাব না হয় বা কম হয় বা প্রভাব হয়ে কমে যায় বা একেবারে প্রভাব ও অবস্থা নষ্ট হয়ে যায়, তবে কখনো কখনো পীরের প্রতি খারাপ ধারণা করে যিকির ও ওযীফা ছেড়ে দেবে না, বরং বরাবর পড়তে থাকবে এবং পীরের আদব ও সম্মান আগের মতো বজায় রাখবে এবং সামান্যও মনঃক্ষুন্ন হবে না এবং এটা ভেবে ভেবে ধৈর্য ধরবে এবং নিজের অন্তরকে সান্ত্বনা দিতে থাকবে যে,

www.dawateislami.net

ইস কে আলতাফ তো হে আম শাহিদী সব পর
তুঝ সে কিয়া জিদ থি আগর তু কিসি কাবিল হোতা

(জান্নাতী যেওর, পৃ. ৪৬৩)

পীর তো দেন, আমরাই গ্রহণ করি না

জানা গেল যে, পীরের ফয়েযে কোনো কমতি নেই, বরং তার ফয়েয তো বহমান নদীর মতো, যা পথে আসা সব ধরনের জমিনকে সিক্ত করতে সক্ষম। কিন্তু এটা আমাদের দুর্ভাগ্য যে, আমরা পীরের ফয়েযকে নিজেদের অন্তরের জমিনে ভালোবাসা ও নিষ্ঠার সাথে প্রবেশ করতেই দিই না। যেমন তাফসীরে রূহুল বয়ানে রয়েছে যে, মুর্শিদের অন্তরে নিজের মুরীদদের সফলতার আকাঙ্ক্ষা প্রবল থাকে কিন্তু তবুও মুরীদদের বঞ্চিত থাকার কারণ হলো, সে নিষ্ঠাবান হয় না এবং ফয়েয অর্জন করতে চায় না। **(তাফসীরে রূহুল বয়ান, সূরা মুনাফিকুন, আয়াত ৬, খণ্ড ৯, পৃ. ৫৩৬)** কারণ পীর মুরীদকে সংশোধনকারী হয়ে থাকেন, যতক্ষণ না মুরীদকে সমস্ত কলুষতা থেকে পরিষ্কার করে এবং তরীকতের পথ পাড়ি দেওয়ার জন্য তাকে পবিত্র করে, বুঝে নেবে যে, সে বেচারা পথভ্রষ্টতায় থাকবে। **(হাশত বেহেশত, পৃ. ২৪১)**

পিপাসার তীব্রতা

কুতবুল ওয়াসিলীন হযরত সায়্যিদুনা শাহ আলে মুহাম্মদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তিনি মারহারা শরীফে উপস্থিত ছিলেন। একজন সাহেব সমস্ত সাজ্জাদাদের (গদ্দিনশীন) কাছে ঘুরে, মুযাহাদা ও রিয়াযত করে হযরতের খেদমতে উপস্থিত হলেন, এই অভিযোগ নিয়ে যে, এত বছর ধরে সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছি কিন্তু উদ্দেশ্য পূরণ হচ্ছে না। বললেন: থামো। খানকা শরীফের একটি হুজরায় তাকে থাকতে দেওয়া হলো, খাদেমকে হুকুম দেওয়া হলো

www.dawateislami.net

তাকে মাছ খেতে দেওয়া হোক এবং এক ফোঁটা পানিও যেন না দেওয়া হয় এবং খাবার খাওয়ার পর সাথে সাথেই হুজরা বাইরে থেকে বন্ধ করে দেওয়া হোক। খাদেম মাছ দিলেন, যখন তিনি খেয়ে নিলেন, সাথে সাথেই শিকল লাগিয়ে দিলো। এখন তিনি ভেতর থেকে চিৎকার করছেন যে, আমাকে পানি দেওয়া হোক কিন্তু কে শোনে। সকালে হুজুর নামাযের জন্য তাশরীফ আনলেন, খাদেম হুজরা খুললো, খুলতেই তিনি পানির উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং যতখানি পান করা সম্ভব ছিল খুব পান করলেন। নামাযের পর হযরত বললেন, কী খবর? আরয করলেন: হুজুর! রাতে তো খাদেমরা মেরেই ফেলেছিল যে, আমাকে এই গরমে প্রথমে মাছ খেতে দিলো, তারপর এক ফোঁটা পানিও দিলো না এবং পিপাসার্ত অবস্থায় হুজরায় বন্ধ করে দিলো। বললেন: তারপর রাত কেমন কাটলো? আরয করলেন: যতক্ষণ জেগে ছিলাম, পানির খেয়াল ছিল, যখন ঘুমালাম তখন পানি ছাড়া আর কিছুই দেখিনি। বললেন: সত্যিকারের অন্বেষণের নাম এটাই, কখনো এমন অন্বেষণ কি করেছিলেন যার অভিযোগ করছেন? তিনি মুযাহাদা করা ব্যক্তি ছিলেন, অন্তর পরিষ্কার ছিল। নফসের যে ধোঁকা ছিল, তা সাথে সাথেই খুলে গেল এবং উদ্দেশ্য অর্জিত হয়ে গেল।

(মালফুযাতে আ'লা হযরত, পৃ. ৪৭০)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেল আমাদের অন্বেষণ সত্যিকারের নয়, নতুবা পীরের ফয়েযের নদী তো প্রবাহিত আছে, আমরাই সেই নদীতে নেমে তা থেকে তৃষ্ণা মেটাই না, বরং চাই যে, কিনারায় বসে বসেই যেন পানি পেয়ে যাই।

www.dawateislami.net

পীরের প্রতি আপত্তির সপ্তম কারণ

মুরীদদের পীরের প্রতি ভালবাসা স্বার্থহীন হলে মুরীদ ফয়েয় পায়, নতুবা বঞ্চিত থাকে এবং স্বার্থ পূরণ না হলে কুধারণার শিকার হয়ে পীরের প্রতি আপত্তি করতে শুরু করে। যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল আযীয বিন মাসউদ দাব্বাগ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যদি কোনো ব্যক্তি বেলায়েত ইত্যাদি অর্জনের জন্য শাইখের সাথে ভালবাসা পোষণ করে বা শাইখের ইলম, অনুগ্রহ বা অন্য কোনো গুণাবলীর কারণে তাঁর প্রতি ভালবাসা পোষণ করে, তবে তার কোনো উপকার হবে না। বরং মুরীদদের উচিত যে, কোনো স্বার্থ ও লালসা ছাড়াই শাইখকে ভালবাসবে,, যেমন সাধারণত শিশুরা একে অপরকে কোনো স্বার্থ ও লালসা ছাড়াই শুধু পছন্দের অনুভূতির কারণে ভালবাসে। এরপর মুরীদদের নিজের পীরের প্রতি স্বার্থহীন ভালবাসার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, স্বার্থ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কিত ভালবাসা মুরীদকে শয়তানী কুমন্ত্রণার শিকার করে দেয়, যার ফলে কখনো কখনো ভালবাসা শেষ হয়ে যায়। **(আল-ইবরিয, আল-জুযউস সানী, পৃ. ৭৫)**

পীরের প্রতি আপত্তির অষ্টম কারণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কখনো কখনো অন্যের সঙ্গও পীরের প্রতি আপত্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই মনে রাখবেন যে, মুরীদদের সাহচর্যের মানদণ্ড اَلْحُبُّ فِي اللهِ وَالْبَغْضُ فِي اللهِ হওয়া উচিত। অর্থাৎ ভালবাসা ও ঘৃণা শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হওয়া উচিত। যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আব্দুল ওহাব শা'রানি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (ওফাত ৯৭৩ হিজরী) বলেন যে, মুর্শিদ যাকে নিজের শত্রু মনে করেন মুরিদেরও তার সাথে শত্রুতা করা উচিত

www.dawateislami.net

এবং মুর্শিদ যার সাথে বন্ধুত্ব রাখেন, মুরিদেরও তার সাথে বন্ধুত্ব রাখা উচিত। **(আল আনওয়ারুল কুদসিয়াহ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৯)**

আরও বলেন যে, বড় বড় মাশায়িখরা এই ব্যাপারে একমত যে, মুর্শিদের ভালোবাসার শর্তগুলির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত এই যে, মুরিদ নিজের মুর্শিদের কথা ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত লোকের কথা শোনা থেকে নিজের কান বন্ধ করে নেবে (অর্থাৎ মুর্শিদের বিরুদ্ধে মন খারাপ করার মতো কথা শোনা তো দূরের কথা, ঘৃণার কারণে তার ছায়া থেকেও পালাবে)। সুতরাং মুরিদ কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কার শুনবে না, এমনকি যদি শহরের সমস্ত লোক একটি পরিষ্কার ময়দানে জড়ো হয়ে তাকে নিজের মুর্শিদের প্রতি ঘৃণা প্রদান করে (এবং সরাতে চায়) তবে ঐ লোকেরা এই ব্যাপারে (অর্থাৎ মুরিদকে মুর্শিদ থেকে দূরে সরাতে) সক্ষম হবে না।

কাগজের পিনের উদাহরণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই বিষয়টি এভাবে বুঝে নিন যে, পেপার পিন শুধু নরম জায়গায় গাঁথা যায়, শক্ত জায়গায় তা যত চাপবেন তত ভেতরে যাওয়ার বদলে নিজেই বাঁকা হয়ে যাবে। আমরাও নিজের ভেতরে তরিকতের দেয়ালকে শক্ত ও মজবুত করে নিই, যাতে কেউ লাখো পীর ও মুর্শিদের বিরুদ্ধে উসকে দিলো এবং কুমন্ত্রণা দিলোও কিন্তু তরিকতের দেয়াল শক্তিশালী হওয়ার কারণে এর কুমন্ত্রণা আমাদের অন্তরে প্রবেশ করার বদলে নিজেই বাঁকা হয়ে যাবে। মুর্শিদের ভালোবাসার সিসা যদি তরিকতের দেয়ালে গলিয়ে ঢালা যায় তবে কোনো কুমন্ত্রণা মনের দিকে রাস্তা পাবে না।

www.dawateislami.net

পীরের প্রতি আপত্তির নবম কারণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অনেক সময় মুর্শিদ তার কোনো মুরিদের বিশেষ গুণাবলীর কারণে তাকে বেশি ভালোবাসেন বা তাকে কোনো পদ প্রদান করেন তখন শয়তান অন্যান্য মুরিদদের মনে এই কুমন্ত্রণা সৃষ্টি করে যে, আশ্চর্য! তোমার উপস্থিতিতে এই পদ তাকে দেওয়া হল! এই দরবারে দীর্ঘ দিন কাটিয়েছো কিন্তু সে আসতেই পদ পেয়ে গেল! অথচ খেদমত করার কারণে এটা তোমার অধিকার ছিল কিন্তু তোমার সাথে অন্যায় করা হয়েছে ইত্যাদি। সুতরাং মুরিদের এর জন্য আবশ্যক যে, দ্রুত এই সমস্ত শয়তানী কুমন্ত্রণাকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলা এবং মুর্শিদ এর প্রতি কখনো এরূপ আপত্তি না করা, যে তিনি এমনটা কেন করলেন? অন্যথায় বিফলতার মুখ দেখতে হবে।

ব্যর্থ মুরিদ

হযরত সাইয়্যিদুনা ইমাম আব্দুল ওহাব শারানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (ওফাত ৯৭৩ হি.) বলেন যে, মুরিদের উপর অত্যাবশ্যক যে, সে তার মুরশিদকে কখনোই যেন ‘কেন’ না বলে কারণ সমস্ত মাশায়িখদের এই ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে যে, যেই মুরিদ তার মুরশিদকে ‘কেন’ বলেছে, সে ত্বরীক্বতে সফল হবে না। **(আল আনওয়ারুল কুদসিয়্যাহ, পৃষ্ঠা ২৬)**

পীর ভাইদের সাথে হিংসা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি আপনারা দ্রুত এই কুমন্ত্রণাগুলোকে নিজে থেকে দূর না করেন যে, আমার পীর অমুককে সম্মানিত করেছেন এবং আমাকে করেননি, তাহলে মনে রাখবেন, এই কুমন্ত্রণাগুলো যেন হিংসার রূপ না নেয়, কেননা যদি এইগুলো হিংসার রূপ ধারণ করে,

www.dawateislami.net

তাহলে তা ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই নয়। যেমনটি হাদীস শরীফে রয়েছে যে, "হিংসা নেকী সমূহকে এমনভাবে গ্রাস করে, যেভাবে আগুন কাঠকে গ্রাস করে।" **(ইবনে মাজাহ, কিতাবুয যুহদ, বাবুল হাসাদ, হাদীস: ৪২১০, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ৪৭২)**

হিংসার ভয়াবহতা

এই প্রসঙ্গে দাওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৫৬১ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "মালফূযাতে আ'লা হযরত" এর ২৮৬ পৃষ্ঠা থেকে একটি আরয (নিবেদন) ও ইরশাদ (বাণী) উপস্থাপন করা হচ্ছে:

আরয: যদি কোনো মুরিদের তার শাইখের সাথে বেশি মেলামেশা হলে, এতে তার পীর ভাইয়েরা কষ্ট অনুভব করলে এটা কেমন?

ইরশাদ: এটা হিংসা, যা জাহান্নামে নিয়ে যায়। আল্লাহ পাক হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام কে এই মর্যাদা দিয়েছেন যে, সমস্ত ফিরিশতাকে দিয়ে তাকে সিজদা করিয়েছেন, শয়তান হিংসা করেছে, সে জাহান্নামে গেছে। দুনিয়াতে যদি কাউকে নিজের চেয়ে বেশি দেখে তবে কৃতজ্ঞতা আদায় করুক যে, আমাকে এত বেশি পরীক্ষা করেননি আর দ্বীনের ক্ষেত্রে দেখলে তার হাত চুম্বন করুক, তাকে মেনে নিক। কারো উপর হিংসা করা আল্লাহ পাকের প্রতি আপত্তি তোলা যে, তাকে কেন বেশি দিয়েছেন আর আমাকে কেন কম রেখেছেন। **(মালফূযাতে আ'লা হযরত, পৃষ্ঠা ২৮৬)**

পীর বাতেন দেখেন, জাহির নয়

আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, পারওয়ানায়ে শম'য়ে রিসালাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একুশ বছর বয়সে যখন তার সম্মানিত পিতার সাথে খাতামুল

www.dawateislami.net

আকাবির হযরত সায়্যিদ শাহ আলে রাসূল মারহারভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খেদমতে উপস্থিত হলেন এবং সিলসিলায়ে আলিয়া ক্বাদেরিয়ায় তার থেকে বাইয়াত হলেন। তার মুর্শিদে কামিল (আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে মুরিদ বানানোর সাথে সাথে) সমস্ত সিলসিলার ইযাযত ও খিলাফত এবং হাদীসের সনদও দান করেছেন। **(হায়াতে আ'লা হযরত, বাব বাইয়াত ও খিলাফত, খন্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৯)** যদিও হযরত শাহ আলে রাসূল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ খিলাফত ও ইযাযতের (অনুমতি) ব্যাপারে অনেক সতর্ক ছিলেন। কিন্তু যখন আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মুরিদ হওয়ার সাথে সাথেই সমস্ত সিলসিলার ইযাযত পেলেন, তখন খানকাহ শরীফের একজন উপস্থিত ব্যক্তি নিজেকে সামলাতে পারলেন না। আরয করলেন: হুযূর! আপনার সিলসিলায় তো খিলাফত অনেক রিয়াযত (সাধনা) ও মুযাহাদার পর দেওয়া হয়। উনাকে (আ'লা হযরতকে) আপনি দ্রুত খিলাফত দান করে দিলেন। হযরত শাহ আলে রাসূল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ঐ ব্যক্তিকে বললেন: লোকেরা নোংড়া অন্তর ও নফস নিয়ে আসে, এদের পরিষ্কার করতে অনেক সময় লাগে কিন্তু ইনি পবিত্র নফস সহকারে এসেছেন। শুধু সম্পর্কের প্রয়োজন ছিল। সেটা আমি প্রদান করেছি। এরপর উপস্থিতিদের সম্বোধন করে বললেন, আমাকে অনেক দিন ধরে একটি চিন্তা অস্থির করে রেখেছিল। اَلْحَمْدُ لِلّٰه তা আজ দূর হয়ে গেছে। ক্বিয়ামতের দিন যখন আল্লাহ পাক জিজ্ঞাসা করবেন যে, আলে রাসূল আমার জন্য কী এনেছো? তখন আমি আমার মুরিদ আহমদ রযা খানকে উপস্থাপন করে দেব। এরপর তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে সেই সমস্ত আমল ও অযিফা দান করে দিলেন যা খানওয়াদায়ে বারকাতীয়া হতে বংশ পরম্পরায় চলে আসছে। **(আনওয়ারে রযা, পৃষ্ঠা ৩৭৮)**

www.dawateislami.net

পীরের প্রিয় পাত্রের প্রতি ভালোবাসা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন তো! আউলিয়ায়ে কেরাম ও মাশায়িখ এজামের বেলায়াতের দৃষ্টির সামনে মুরিদের জাহিরও থাকে এবং বাতেনও থাকে। পীর তার মুরিদকে তার জাহির বা বাতেনের উপর ভিত্তি করে ফয়েয দিয়ে ধন্য করেন। সুতরাং যদি পীর কোনো মুরিদকে অনুগ্রহ করেন, তবে তার প্রতি হিংসা করার পরিবর্তে তার প্রতি ভালোবাসা অন্তরে পোষণ করে নিজের ত্রুটির দিকে নজর দেওয়া উচিত। যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আব্দুল ওহাব শারানি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه (ওফাত ৯৭৩ হি.) বলেন যে, মুরিদের উপর অত্যাবশ্যক যে, যখন তার মুর্শিদ তার পীর ভাইদের মধ্য থেকে কাউকে তার চেয়ে এগিয়ে দেন (বা কোনো পদবী দান করেন) তখন সে তার মুর্শিদের আদবের কারণে তার ঐ পীর ভাইয়ের খেদমত এবং আনুগত্য করবে এবং হিংসা কখনোই করবে না। অন্যথায় তার জমাট বাঁধা পা পিছলে যাবে এবং তার বড় ক্ষতি হবে। কিন্তু যদি কোনো মুরিদ তার পীর ভাইদের চেয়ে এগিয়ে যেতে চায়, তবে তার উচিত যে, সে যেন তার মুর্শিদের পূর্ণ আনুগত্য করে এবং নিজেকে এমন গুণে গুনান্বিত করে, যার মাধ্যমে সে এগিয়ে যাওয়ার যোগ্য হয়ে যায় এবং তখন মুর্শিদও তাকে ঐ পীর ভাইয়ের মতই অন্য পীর ভাইদের চেয়ে এগিয়ে দেবেন, কারণ মুরশিদ তো মুরিদদের শাসক এবং তাদের মাঝে ন্যায়বিচারকারী হয়ে থাকেন। আর খুব কমই এমন হয় যে, কোনো মুরিদ এই রোগ (হিংসা) থেকে বেঁচে যায়। আল্লাহ পাক তাকে হেফাযতে রাখুক।

(আল আনওয়ারুল কুদসিয়্যাহ, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ২৯)

www.dawateislami.net

মুরশিদের দৃষ্টি

১৫ রমাযানুল মুবারক ৭৮৭ হিজরী, ১০ সেপ্টেম্বর ১৩৫৭ ইংরেজীতে শাইখুল ইসলাম খাজা নাসিরুদ্দীন মাহমুদ চিরাগ দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর হঠাৎ অসুস্থতা বেড়ে গেলো, তখন লোকেরা আরয করলো: মাশায়িখগণ তাঁদের ওফাতের সময় একজনকে বিশেষ করে নিজের উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেন, আপনিও আপনার কোনো উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করে দিন। হযরত শায়খুল ইসলাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: আচ্ছা, যোগ্য ব্যক্তিদের নাম লিখে নিয়ে আসো। মাওলানা যায়নুদ্দীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হলো, যিনি নিঃসন্দেহে একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। এরপর তিনি অন্য প্রবীণ ও অভিজ্ঞ মুরিদদের পারস্পরিক পরামর্শে একটি তালিকা তৈরি করে উপস্থাপন করলেন, কিন্তু এতে তাঁর বিশেষ মুরিদ হযরত গেসু দারাজ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নাম অন্তর্ভুক্ত করেননি, সম্ভবত এই কারণে যে, তিনি তখন তাঁদের তুলনায় কম বয়সী ছিলেন। যেহেতু হযরত শায়খুল ইসলাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বাতেনী দৃষ্টিতে এমন কিছু দেখছিলেন যা সম্পর্কে এই লোকেরা জানতো না। সুতরাং তিনি তালিকা দেখে বললেন যে, তুমি কাদের নাম লিখে নিয়ে এসেছ? এদের সবাইকে বলে দাও যে, খেলাফতের বোঝা বহন করা প্রত্যেকের কাজ নয়। যেন নিজ নিজ ঈমানের হেফাযতের চিন্তা করে।

ভাবার বিষয় হলো যে, ঐ তালিকায় কতটা যত্ন ও গবেষণার পর গুরুত্বপূর্ণ এবং বাহ্যিকভাবে যোগ্য ব্যক্তিত্বদেরকে নির্বাচিত করা হয়েছিল। কিন্তু মুর্শিদের চোখের রহস্য বোঝা প্রত্যেকের আয়ত্তে নেই। এই জন্যই মাওলানা যায়নুদ্দিন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ঐ তালিকাটি সংক্ষিপ্ত করে আবার তাঁর দরবারে উপস্থাপন করে দিলেন, কিন্তু এবারও ঐ তালিকায় হযরত গেসু দরায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নাম ছিল না।

www.dawateislami.net

তখন শায়খুল ইসলাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: সৈয়দ মুহাম্মদ হযরত খাজা গেসু দরায এর নাম তুমি লেখনি। অথচ তিনিই এই গুরুভার বহন করার যোগ্যতা রাখেন। এই কথা শুনে সবাই থর থর করে কাঁপতে লাগলেন। এবার যখন হযরত খাজা গেসু দরায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নামও তালিকায় লিখে উপস্থিত হলেন তখন হযরত শায়খুল ইসলাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সাথেসাথে ঐ নামের উপর হুকুম জারি করলেন। তখন হযরত গেসু দরায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বয়স ৩৬ বছরের চেয়ে তেমন বেশি ছিল না।

(আদাব মুর্শিদে কামিল, পৃষ্ঠা ৫৬)

মুর্শিদের আনুগত্যের প্রতিদান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা গেসু দরায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই মর্যাদা এমনিতেই পাননি বরং মনে রাখবেন যে, তিনি কখনো নিজের মুর্শিদের আদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেননি এবং কখনো নিজের মুর্শিদের আদেশকে বুদ্ধির নিক্তিতে ওজন করার চেষ্টা করেননি। যেমনটি

মালফুযাতে আ'লা হযরত (সম্পূর্ণ চার খণ্ড) ২৯৮ নং পৃষ্ঠায় রয়েছে: হযরত সায়্যিদুনা গেসু দরায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একবার রাস্তার ধারে বসেছিলেন (তখন) হযরত নাসীরুদ্দিন মুহম্মদ চেরাগ দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বাহন এল। তিনি উঠে হাঁটু মুবারকে চুমু দিলেন। হযরত খাজা বললেন: সৈয়দ ফরো তুর্ক! (অর্থাৎ) সৈয়দ আরও নিচে চুমু দাও। তিনি পা মুবারকে চুমু দিলেন। বললেন: সৈয়দ ফরো তুর্ক! তিনি ঘোড়ার খুরে চুমু দিলেন। একটি চুল যে, রেকাব মুবারকে আটকে গিয়েছিল ওখানেই আটকা রইল এবং রেকাব থেকে খুর পর্যন্ত বেড়ে গেল। হযরত বললেন: সৈয়দ ফরো তুর্ক! তিনি সরে জমিনে চুমু দিলেন। চুল রেকাব মুবারক থেকে আলাদা করে হযরত তাশরীফ নিয়ে গেলেন। লোকেরা আশ্চর্য হল যে,

www.dawateislami.net

এমন জলিলুস সৈয়দ (এবং) এত বড় আলেম উরুতে চুমু দিলেন এবং হযরত সন্তুষ্ট হননি এবং নিচে চুমু দিতে হুকুম করলেন, তিনি পা মুবারাকে চুমু দিলেন এবং নিচে হুকুম করলেন, ঘোড়ার খুরে দিলেন এবং নিচে হুকুম করলেন এমনকি মাটিতে চুমু দিলেন। এই আপত্তি হযরত সৈয়দ গেসু দরায শুনলেন (তখন) বললেন: লোকেরা জানে না যে, আমার শায়খ এই চার চুম্বনের মধ্যে কি প্রদান করে দিয়েছেন? যখন আমি উরু মুবারকে চুমুদিলাম, আলমে না'সুত (আলমে শাহাদাত, আলমে খালক) উন্মোচিত হয়ে গেল। যখন কদম মুবারকে চুমু দিলাম আলমে মালাকুত (আলমে গায়েব, আরশ, আলমে বালা) উন্মোচিত হল। যখন ঘোড়ার খুরে চুমু দিলাম আলমে জাবরুত (কুদরত, ক্ষমতা, মহত্ব, বুযুর্গী, জালাল) উন্মোচিত হল। যখন জমিনে চুমু দিলাম আলমে লা'হুত (আলমে যাতে ইলাহী, যেখানে সালিকের ফানাফিল্লাহ এর মর্যাদা অর্জিত হয়, গুঞ্জ মাহফী, মকামে মাহভিয়্যত) উন্মোচিত হয়ে গেল।

(মালফুযাতে আ'লা হযরত, পৃষ্ঠা ২৯৮ সবয়ে সানাবেল, সানবেলা দ্বিতীয়, পৃষ্ঠা ৬৯, ৬৮)

আল্লাহ্ দেখছেন

বর্ণিত আছে যে, একজন পীর সাহেব তাঁর প্রবীণ মুরিদদের পরিবর্তে একজন যুবক মুরিদকে বেশি সম্মান করতেন। যা কিছু প্রবীণ মুরিদদের কাছে চক্ষুশূল ছিল। সুতরাং একজন মুরিদ তাঁর কাছে এ ব্যাপারে অভিযোগ করে আরয করল যে, আপনি এই যুবককে আমরা প্রবীণ ও পরিপক্ক মুরিদদের চেয়ে এত বেশি প্রাধান্য কেন দেন? তখন পীর সাহেব বললেন: আমার এই মুরিদ আদব ও বুদ্ধিতে তোমাদের সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও মহান, যার কারণে আমি তাকে খুব ভালোবাসি এবং এর প্রমাণ আমি তোমাদের এখনই দিচ্ছি যাতে তোমরা জানতে পারো যে,

www.dawateislami.net

তার মধ্যে কোন গুণটি রয়েছে। তারপর পীর সাহেব কিছু পাখি আনালেন এবং তাঁর সমস্ত মুরিদকে একটি করে পাখি এবং একটি করে ছুরি দিয়ে বললেন: ঐ পাখিটি এমন জায়গায় জবাই করে নিয়ে এসো যেখানে কেউ না দেখে। ঐ যুবককেও ঐভাবেই পাখি দেওয়া হল এবং তাকেও ঐ কথাই বললেন। কিছুক্ষণ পর তাদের মধ্যে প্রত্যেক জন জবাই করা পাখি নিয়ে ফিরে এল কিন্তু ঐ যুবক জীবিত পাখি হাতে করে ফিরে এল, পীর সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন যে, অন্যদের মত তুমি এটি কেন জবাই করলে না? সে আরয করল: হুযুর! আমি এমন কোনো জায়গা পাইনি যেখানে কেউ না দেখে, কারণ আমি যেখানেই গিয়েছি সেখানেই দেখেছি যে, আল্লাহ পাক আমাকে দেখছেন। এজন্য বাধ্য হয়ে ফিরে এসেছি। এটা শুনে সমস্ত পীর ভাইদের চোখের পর্দা খুলে গেলো এবং তারা শুধু পীর সাহেবের কাছে ক্ষমাই চাইলো না বরং আরয করলো: আসলেই এই যুবকই এই বিষয়ের হকদার যে, তাকে সম্মান করার।

(ইহিয়াউ উলূমিদ্দিন, কিতাবুল মুরাকাবা ওয়াল মুহাসাবাহ, বাবুল মুরাবেতা আস সানিয়া, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ১২৮)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের দৃষ্টি বাহ্যিক যোগ্যতা ও ব্যক্তিত্ব দেখে কিন্তু কামিল মুর্শিদ তাঁর বিলায়তের দৃষ্টিতে ত্রুটি বিচ্যুতিকে চিনে নিয়ে উত্তমকে সামনে নিয়ে আসেন এবং সামনে আসা ব্যক্তি মুর্শিদের বরকতে এমন পূর্ণতা পেয়ে যায় যে, লোকেরা তার দ্বারা হওয়া কাজ দেখে হতভম্ব হয়ে যায় কিন্তু সফল তারাই হয়ে থাকে, যারা এই বাস্তবতাকে সব সময় সামনে রাখে যে, এই সমস্ত পূর্ণতা কার দৃষ্টির বরকতে এবং নিঃসন্দেহে আমার প্রতিটি কাজ কারো নজরে কায়েম রয়েছে। আল্লাহ পাক আমাদের সবার ঈমানের নিরাপত্তা প্রদান করুক এবং দ্বীনি পরিবেশে অটলতা দান করুক এবং মুর্শিদের বে'আদবি করা থেকে বাঁচিয়ে রাখুক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

তথ্যসূত্র

নং	কিতাব	লেখক / সংকলক	প্রকাশনা
১	কুরআন মাজিদ	আল্লাহ পাকের বাণী	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, করাচী
২	কানযুল ঈমান	আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান, ওফাত ১৩৪০ হি	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, করাচী
৩	তাফসীরে নাঈমী	হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নাঈমী, ওফাত ১৩৯১ হি	যিয়াউল কুরআন পাবলিকেশন, মারকাযুল আউলিয়া লাহোর
৪	সহীহ মুসলিম	ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম বিন হাজ্জাজ কুশাইরী, ওফাত ২৬১ হি	দারু ইবনে হাযম, বৈরুত
৫	সুনানে আবু দাউদ	ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান বিন আশ'আস সিজিস্তানী, ওফাত ২৭৫ হি	দারু ইহইয়াইল তুরাসিল আরবী, বৈরুত
৬	সুনানে তিরমিযী	ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা তিরমিযী, ওফাত ২৭৯ হি	দারুল ফিকর, বৈরুত
৭	ইবনে মাজাহ	ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াজিদ ইবনে মাজাহ, ওফাত ২৭৩ হি	দারুল মা'রিফাহ, বৈরুত ১৪২০ হি
৮	মু'জামুল আওসাত	ইমাম আবুল কাসিম সুলায়মান বিন আহমদ তাবরানী, ওফাত ৩৬০ হি	দারুল ফিকির, বৈরুত
৯	মু'জামুল কাবীর	ইমাম আবুল কাসিম সুলায়মান বিন আহমদ তাবরানী, ওফাত ৩৬০ হি	দারুল ফিকির, বৈরুত
১০	মু'জামুজ জাওয়ায়েদ	হাফিজ নূরুদ্দিন আলী বিন আবু বকর হাইতামী, ওফাত ৮০৭ হি	দারুল ফিকির, বৈরুত
১১	মিরাতুল মানাজিহ	হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নাঈমী, ওফাত ১৩৯১ হি	জিয়াউল কুরআন পাবলিকেশন, মারকাযুল আউলিয়া লাহোর
১২	ইহইয়াউ উলুমুদ্দিন	ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী, ওফাত ৫০৫ হি	দারু সাদের, বৈরুত, ২০০০ ইং
১৩	রিসালা কুশাইরিয়্যাহ	ইমাম আবুল কাসিম আব্দুল করিম হাওয়াযিন কুশাইরী, ওফাত ৪৬৫ হি	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, ১৪১৮ হি
১৪	আল ইবরীজ	আল শায়খ আহমদ বিন মুবারক আল মাগরিবী আল মালিকী, ওফাত ১১৫৫ হি	মুয়াফফাকাতুল ইদারাতিল ইফতা আল আম ফি উইযারাতিল আওকাফ আল সিরিয়্যা

www.dawateislami.net

১৫	আওয়ারিফুল মা'আরিফ	ইমাম শাহাবুদ্দিন আবি হাফস উমার বিন মুহাম্মদ বাগদাদী, ওফাত ৬৩২ হি	দারুল কুতুবুল ইলমিয়াহ, ১৩২৬ হি
১৬	কাশফুল মাহজুব	দাতা গঞ্জবখশ আলী বিন উসমান হাজবেরী, ওফাত ৪৬৫ হি	নওয়াই ওয়াক্ত পত্রিকা, মারকাযুল আউলিয়া লাহোর
১৭	আল আনওয়ারুল কুদসিয়্যাহ	আব্দুল ওয়াহাব বিন আহমদ বিন আলী বিন আহমদ শারানী, ওফাত ৯৭৩ হি	আল মাকতাবাতুল ইলমিয়াহ, বৈরুত
১৮	জামে কারামাতুল আউলিয়া	আল্লামা ইউসুফ বিন ইসমাইল নাবহানি, ওফাত ১৩৫০ হি	মারকাযে আহলে সুন্নাত, বরকাত রযা
১৯	হাশত বেহেশত	মালফুযাতে খাজেগানে চিশতী	শাব্বির ব্রাদার্স, মারকাযুল আউলিয়া লাহোর
২০	বাহজাতুল আসরার	আবুল হাসান নুরুদ্দিন আলী বিন ইউসুফ শতনুফী, ওফাত ৭১৩ হি	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত ১৪২৩ হি
২১	ইসলাহে আমাল	সাইয়্যিদী আব্দুল গনী নাবলুসি হানাফী, ওফাত ১১৪১ হি	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী
২২	ফতোওয়ায়ে রযবীয়া	আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান, ওফাত ১৩৪০ হি	রযা ফাউণ্ডেশন, মারকাযুল আউলিয়া লাহোর
২৩	মালফুযাতে আ'লা হযরত	আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান, ওফাত ১৩৪০ হি	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী
২৪	আনওয়ারে রযা		
২৫	জান্নাতী যেওর	আল্লামা আব্দুল মুস্তফা আ'যমী	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী
২৬	আদাবে মুর্শিদে কামিল		মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

নেক-নামাযী হওয়ার জন্য

প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারা রাত অতিবাহিত করুন। ❊ সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য আশিকানে রাসূলের সাথে প্রতি মাসে তিন দিন মাদানী কাফেলায় সফর এবং ❊ প্রতিদিন "পরকালিন বিষয়ে চিন্তা ভাবনা" করার মাধ্যমে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করে প্রত্যেক মাসের ১ম তারিখ আপনার এলাকার যিম্মাদারকে জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন।

আমার মাদানী উদ্দেশ্য: "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।" اِنْ شَآءَ اللّٰه নিজের সংশোধনের জন্য নেক আমলের পুস্তিকার উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য "মাদানী কাফেলায়" সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

আশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

পুরাতন বাবুপাড়া ফয়যানে শাহজালাল মসজিদ নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৮৭৬৮৪৫০৩৪

E-mail: bangladesh@maktabatulmadinah.com, Web: www.dawateislami.net